Daily Monitoring Report

Directorate of Monitoring
Bangladesh Betar, Dhaka
e-mail: dmr.dm@betar.gov.bd

Jaistha 19, 1433 Bangla, June 02, 2026, Tuesday, No. 147, 56th year

H I G H L I G H T S

Tribunal has framed charges against two accused in Ramisa rape and murder case. (BBC: 03)

Chittagong Hill Tracts Affairs Minister has resigned due to illness. (BBC: 03)

41 Bangladeshi pilgrims have died this year while performing holy Hajj in Saudi Arabia. (DW: 12)

Government has announced that shopping malls, markets and shops will be remained open till 7 pm to save electricity. (Jago News: 15)

Government has increased prices of petrol, octane and kerosene, effective from first June. (Jago News: 14)

An attempt to 'push-in' hundreds of people at Benapole border in Jessore has failed due to BGB's tough stance. (R. Today: 18)

Bangladesh Bank has said, newly appointed Islami Bank chairman will not be removed. (BBC: 03)

Six Bangladeshi peacekeepers who lost their lives while serving in UN peacekeeping mission in Abyei, Sudan will be awarded 'Dag Hammarskjöld Medal' posthumously. (DW: 13)

At least 46 people have been killed in an explosion in rebel-held village in Myanmar. (BBC: 20)

Amid tensions over Strait of Hormuz, US and Iran carry out retaliatory attack. (BBC: 09)

Director: 44813046 **Deputy News Controller: 44813048, 44813179** **Assistant News Controller: 44813047, 44813178**

দৈনিক মনিটরিং রিপোর্ট
মনিটরিং পরিদপ্তর, বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা
জ্যৈষ্ঠ ০২, বাংলা ১৪৩৩, জুন ০২, ২০২৬, মঙ্গলবার, নং- ১৪৭, ৫৬তম বছর

শিরোনাম

শিশু রামিসা ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় দুই আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছেন আদালত। (বিবিসি: ০৩)

অসুস্থতাজনিত কারণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীর পদত্যাগ। (বিবিসি: ০৩)

সৌদি আরবে পবিত্র হজ পালনে গিয়ে এ বছর ৪১ বাংলাদেশির মৃত্যু। (ডয়েচে ভেলে: ১২)

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য শপিং মল, বাজার ও দোকানপাট সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা রাখার ঘোষণা সরকারের। (জাগো নিউজ: ১৫)

পেট্রোল, অকটেন ও কেরোসিনের দাম বাড়িয়েছে সরকার, ১ লা জুন থেকে কার্যকর। (জাগো নিউজ: ১৪)

যশোরের বেনাপোল সীমান্তে শতাধিক মানুষকে `পুশ-ইন, করার চেষ্টা বিজিবির কঠোর অবস্থানে ব্যর্থ। (রে. টুডে: ১৬)

ইসলামী ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যানকে অপসারণ করা হচ্ছে না জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। (বিবিসি: ০৩)

সুদানের আবেইতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনের সময় প্রাণ হারানো ছয় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীকে মরণোত্তর ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদক দেওয়া হবে। (ডয়েচে ভেলে: ১২)

মিয়ানমারের বিদ্রোহী-নিয়ন্ত্রিত একটি গ্রামে বিস্ফোরণে অন্তত ৪৬ জন নিহত। (বিবিসি: ১৮)

হরমুজ প্রণালি ঘিরে উত্তেজনার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের আবারও পাল্টাপাল্টি হামলার দাবি। (বিবিসি: ০৭)

বিবিসি

ইসলামী ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যানকে সরানো হবে না, জানাল বাংলাদেশ ব্যাংক

ইসলামী ব্যাংকের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যান মো. খুরশীদ আলমকে তার পদ থেকে সরানো হচ্ছে না বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান। এদিকে, নতুন চেয়ারম্যানের নিয়োগ বাতিলের দাবিতে আজ সোমবার সকাল থেকে ইসলামী ব্যাংকের গ্রাহক ফোরামের ব্যানারে একদল ব্যক্তি ঢাকার মতিঝিলে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। পরে পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ, জলকামান, টিয়ারগ্যাস এবং সাউন্ড গ্রেনেড ব্যবহার করে। এতে কয়েকজন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। চলমান এই আন্দোলনের মুখে ইসলামী ব্যাংকের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানকে স্বপদে বদাল রাখা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র আরিফ হোসেন খান বলেন, "আন্দোলনের সাথে (নিয়োগের) কোনো সম্পর্ক নেই। আজকে যদি বাংলাদেশ ব্যাংক এই আন্দোলনের কারণে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়, তারপর যদি সেই সিদ্ধান্তের কাউন্টারে আরেক গ্রুপ আন্দোলন করে, তখন বাংলাদেশ ব্যাংক কী করবে? সুতরাং, বাংলাদেশ ব্যাংক তার নিজস্ব গতিতে চলবে। আন্দোলনের সাথে তার কোনো সম্পৃক্ততা নেই। আন্দোলন দ্বারা বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের কোনো সম্ভাবনা নেই।„ গত মাসের ২৪ মে রাতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর মো. খুরশীদ আলমকে ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ দেয় বাংলাদেশ ব্যাংক। তার আগে সেদিন দিনের বেলায় ব্যাংকের কিছু গ্রাহক ও কর্মকর্তা পরিচয়ে একদল ব্যক্তির আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ইসলামী ব্যাংকে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে নিয়োগ দেওয়া চেয়ারম্যান এম জুবাইদুর রহমান পদত্যাগ করেন। ব্যাংকের এমডিও দীর্ঘ ছুটিতে রয়েছেন। এদিকে, ইসলামী ব্যাংকের নতুন চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিতে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে আন্দোলনরত গ্রাহকদের ওপর পুলিশের হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। দলের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার আজ সোমবার এক বিবৃতিতে বলেন, ঢাকার মতিঝিলে ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে `ইসলামী ব্যাংক গ্রাহক ফোরাম,-এর ব্যানারে সাধারণ গ্রাহকেরা শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছিলেন। কিন্তু কোনো উসকানি ছাড়াই পুলিশ তাদের ওপর বলপ্রয়োগ করে। সাধারণ গ্রাহকদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জ, টিয়ারগ্যাস ও জলকামান ব্যবহারের ঘটনার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, গ্রাহকদের যৌক্তিক দাবির প্রতি তার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। এই বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশের পাওয়া যায়নি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

পদত্যাগ করেছেন পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান

বিএনপি সরকারের প্রায় সাড়ে তিন মাসের মাথায় পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান পদত্যাগ করেছেন। বিবিসি বাংলাকে এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন। তিনি আরো জানান, শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে মি. দেওয়ান পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার অন্য সদস্যদের সাথে দীপেন দেওয়ানও মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন। এর আগে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাঙামাটি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন দীপেন দেওয়ান। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

শিশু রামিসা হত্যা মামলার বিচার শুরু

ঢাকার পল্লবীতে আট বছরের শিশু রামিসা আক্তারকে ধর্ষণের পর হত্যার ঘটনায় আসামি সোহেল রানা ও স্বপ্না আক্তারের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেছেন আদালত। ঢাকা মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারক মাসরুর সালেকীন তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা বাসস। এর মধ্যদিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো আলোচিত এ মামলার বিচার প্রক্রিয়া। মঙ্গলবার ২ জুন এ মামলার সাক্ষ্যগ্রহণের দিন ধার্য করেছে ট্রাইব্যুনাল। গত ১৯ মে ঢাকার পল্লবীর মিরপুর-১১ নম্বর এলাকায় পাশের ফ্ল্যাটের একটি কক্ষ থেকে রক্তাক্ত ও খণ্ডিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় শিশু রামিসার মৃতদেহ। ঘটনার পরদিন নিহত শিশুর বাবা আব্দুল হান্নান মোল্লা বাদী হয়ে পল্লবী থানায় মামলা দায়ের করলে পুলিশ সোহেল রানা ও তার স্ত্রীকে আটক করে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমেদ মারা গেছেন

বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ ও আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমেদ মারা গেছেন। সোমবার বিকাল সাড়ে ৩টায় ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে। তোফায়েল আহমেদের জামাতা ডা. তৌহিদুজ্জামান তুহিন এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানিয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ভুগছিলেন তোফায়েল আহমেদ। নিউমোনিয়া জনিত শ্বাসকষ্ট, হৃদ্‌রোগ ও শারীরিক দুর্বলতা নিয়ে গত ২৪ সেপ্টেম্বর তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি এক মেয়েসহ অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী রেখে গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। তিনি আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের

সদস্য ছিলেন। আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন তোফায়েল আহমেদ। নয়বার তিনি সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

বিএসএফের ঠেলে পাঠানো ১০-১৩ জন আটকে আছেন বেনাপোল সীমান্তের শূন্যরেখায়

বাংলাদেশের যশোরের শার্শা উপজেলার বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে ১০-১৩ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ। তারা এখন বেনাপোল সীমান্তের সাদিপুর গ্রামের বোম্বে তলার খড়ের মাঠে জিরো লাইনে অবস্থান করছে বলে বিবিসি বাংলাকে জানিয়েছে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি। আজ সোমবার বিকেল পৌনে ৫টার দিকে যশোর ৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল গোলাম মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান বিবিসি বাংলাকে বলেন, গতকাল রাত আনুমানিক সাড়ে ৩টা বা পৌনে ৪টার দিকে ওই কয়েকজনকে কাঁটাতারের বেড়া পার করে দেয়। কিন্তু তারা এখনও আন্তর্জাতিক সীমান্ত পার হতে পারেনি। তিনি জানান, বিজিবির কাছে আগে থেকেই খবর ছিল যে, বেনাপোল সীমান্তের কয়েকটি জায়গা থেকে `পুশ-ইনের, চেষ্টা করা হতে পারে। তাই, আগে থেকেই মানচিত্র ধরে সতর্ক অবস্থানে ছিল বিজিবি। সেইসব জায়গাতেই "গতকাল আনুমানিক ১০০-১২০ জন লোক নিয়ে ট্রাকের মতো তিনটি গাড়ি বিভিন্ন জায়গায় জায়গায় কাঁটাতারের বেড়ার সাথে লাগানো লাইট নিভিয়ে দেয়, ইচ্ছে করে। গেটগুলো খুলে খুলে ভেতরে `পুশ-ইনের, চেষ্টা করছিল। কিন্তু আমরা আগে থেকে প্রস্তুত ছিলাম।„ "আমরা আমাদের জনবল দুই থেকে তিনগুণ করে দিয়েছিলাম এবং ফ্ল্যাশ লাইট, টর্চ লাইট ইত্যাদি বাড়িয়ে দিয়েছি। তাদেরকে সফল হতে দেইনি। সেগুলোর ভিডিও ফুটেজও রেখে দিয়েছি। সারা রাতই তারা চেষ্টা করেছে। কিন্তু রাত সাড়ে ৩টার দিকে তারা আবারও লাইট বন্ধ করে দেয় এবং জোর করে ১০-১৩ জনের মতো লোককে কাঁটাতারের বেড়া পাড় করে দেয়। কিন্তু তারা এখনও আন্তর্জাতিক সীমান্ত পাড় হতে পারেনি।„ আজ সোমবার সকাল থেকেই এই পরিস্থিতি চলমান জানিয়ে তিনি আরও বলেন যে, বিভিন্নভাবে বিএসএফ-এর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়েছে এবং "তাদেরকে আমরা বলেছি, এরা আমাদের লোক না। এরা যদি আসলেই বাংলাদেশের লোক হয়ে থাকে, তাহলে প্রোপার কূটনৈতিক চ্যানেল ফলো করে ট্রাভেল ডকুমেন্ট দিয়ে যে-কোনো ইন্টারন্যাশনাল ক্রসিং বর্ডার দিয়ে পাঠান। সেভাবে আমরা তাদেরকে গ্রহণ করবো।„ বেনাপোলের স্থানীয় সাংবাদিকরা জানান, শূন্যরেখায় অপেক্ষমাণ মানুষগুলোর মাঝে নারী-শিশুও রয়েছে। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

দুর্নীতির অভিযোগে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী সাময়িক বরখাস্ত

ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের (ডিএসসিসি) আওতাধীন বিভিন্ন মার্কেটে দোকান বরাদ্দ, পরিচালনা এবং টেন্ডার কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে নির্বাহী প্রকৌশলী গোলাম কিবরিয়াকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। আজ সোমবার ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মো. শরিফুল ইসলামের স্বাক্ষরিত এক আদেশে এ তথ্য জানানো হয়। তাতে বলা হয়, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী (চলতি দায়িত্ব), অঞ্চল-৭ এবং নির্বাহী প্রকৌশলী (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মার্কেট নির্মাণ সেল-এর দায়িত্বে ছিলেন গোলাম কিবরিয়া। স্থানীয় সরকার বিভাগের একটি স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন কার্যক্রম, বিশেষ করে মার্কেট দোকান বরাদ্দ ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে উত্থাপিত অভিযোগ, অনিয়ম, দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগের প্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। অভিযোগগুলোর বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও বিভাগীয় কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সব ধরনের দায়িত্ব থেকে বিরত রাখা প্রয়োজন বিবেচনায় এনে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্ত থাকাকালীন তাকে ডিএসসিসির সচিব দপ্তরে সংযুক্ত করা হয়েছে। আদেশের অনুলিপি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও তিনজনের মৃত্যু

গত ২৪ ঘণ্টায় হাম উপসর্গে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে হামের উপসর্গ নিয়ে নতুন করে আরও এক হাজার ১৩৪ শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। আজ সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হাম বিষয়ক নিয়মিত প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১৫ মার্চ থেকে এখন পর্যন্ত সারা দেশে হামের উপসর্গ নিয়ে মোট ৪৯৮ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আর এই সময়ের মাঝে নিশ্চিতভাবে হামে আক্রান্ত হয়ে আরও ৯০ শিশু প্রাণ হারিয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুবরণ করা তিন রোগী সিলেট, ময়মনসিংহ ও খুলনা বিভাগের। মৃত তিন শিশুর অবস্থান ছিল সিলেট, ময়মনসিংহ ও খুলনা বিভাগে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৬.২০২৬ আলী আহমেদ)

দাপুটে রাজনীতিক তোফায়েল আহমেদ শেষ জীবনে কোণঠাসা ছিলেন দলের রাজনীতিতে

বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমেদ ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। দীর্ঘদিন ধরেই তিনি বার্ধক্যজনিত নানা সমস্যায় ভুগছিলেন বলে স্বজনরা জানিয়েছেন। তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। ষাটের দশকের ছাত্র-রাজনীতির সেই উত্তাল সময়ে আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে তোফায়েল আহমেদ হয়ে উঠেছিলেন ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান নেতা। এরপর মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মি. আহমেদ স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের একজন প্রভাবশালী নেতা হিসেবে দাপটের সঙ্গে রাজনীতিতে ছিলেন। তোফায়েল আহমেদ ভোলা জেলার সদর উপজেলার দক্ষিণ দিঘলদী ইউনিয়নের কোড়ালিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন ১৯৪৩ সালের ২২ অক্টোবর। ৮২ বছর বয়সের দাপুটে এই রাজনীতিক তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের এক পর্যায়ে এসে দলের শীর্ষ নেতা শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বন্দ্বের জেরে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। যদিও স্বাধীন বাংলাদেশের ৫৪ বছরে নৌকা প্রতীকেই নয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তোফায়েল আহমেদ। সর্বশেষ ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনেও ভোলা-১ আসন থেকে এমপি হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু জীবনের শেষ এক দশকের বেশি সময় আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে কোণঠাসা হয়ে থাকায় তিনি নিজেকে অবহেলিত মনে করতেন। দলীয় রাজনীতিতে প্রভাব হারানো মি. আহমেদের মাঝে এক ধরনের হতাশা তৈরি হয়েছিল বলে জানান তার ঘনিষ্ঠ একাধিক রাজনীতিক। তবে তারা বলছেন, দলীয় রাজনীতিতে দ্বন্দ্ব, কোন্দলের কারণে নিজের অবস্থান নিয়ে হতাশা থাকলেও, তোফায়েল আহমেদ আদর্শচ্যুত হননি। তিনি রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ, শেখ মুজিবের আদর্শ ধারণ করে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতেই ছিলেন।

তোফায়েল আহমেদকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অংশ বলে উল্লেখ করেন তার ঘনিষ্ঠ রাজনীতিকদের কেউ কেউ। তারা মনে করেন, ছাত্র-রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি, গণতান্ত্রিক সব আন্দোলন এবং মন্ত্রিত্ব ও এলাকার রাজনীতি- প্রতিটি ক্ষেত্রেই তোফায়েল আহমেদ দক্ষতার সঙ্গে কার্যকর ভূমিকা রেখেছেন। প্রসঙ্গত, আওয়ামী লীগের শাসনে দুই দফায় মন্ত্রী ছিলেন মি. আহমেদ। পরিবারের একজন সদস্য জানিয়েছেন, তোফায়েল আহমেদ কয়েক বছর ধরে হুইল চেয়ারে চলাফেরা করতেন। স্ট্রোকের কারণে তার শরীরের একাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। বাঁ হাত ও পা অবশ হয়ে পড়ায় তিনি অক্ষম হয়ে পড়েছিলেন চলাফেরা করতে। স্বাধীন বাংলাদেশের ৫৪ বছরে নৌকা প্রতীকেই নয়বার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন তোফায়েল আহমেদ।

৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের নেতা হয়ে ওঠেন যেভাবে

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আগে ১৯৬৮-৬৯-এর উত্তাল সময়ে তোফায়েল আহমেদ ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ বা ডাকসুর ভিপি। এর আগে, তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ইকবাল হলের (বর্তমানে জহুরুল হক হল) ছাত্র সংসদে ছিলেন এবং জড়িত ছিলেন ছাত্রলীগের রাজনীতিতে। তোফায়েল আহমেদ বরিশালের বজ্রমোহন কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মৃত্তিকা বিজ্ঞানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর করেন। রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহিউদ্দিন আহমদ বিবিসি বাংলাকে বলেন, ডাকসুর ভিপি হওয়ার পরই সে সময়ের উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ছাত্র সমাজের নেতৃত্বে প্রথম কাতারে চলে আসেন তোফায়েল আহমেদ। ৬৯-এই ছাত্রলীগের সভাপতি হন মি. আহমেদ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফার সঙ্গে ছাত্রদের দাবি যুক্ত করে ১১ দফা দাবিতে ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়নের দুই অংশসহ চারটি ছাত্র সংগঠন তখন সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে আন্দোলনে নেমেছিল। ডাকসুর ভিপি হিসেবে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন তোফায়েল আহমেদ। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আন্দোলনের ধারাবাহিক কর্মসূচি ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেয়। তোফায়েল আহমেদ হয়ে ওঠেন সেই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান নেতা। সেই গণ-অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান সরকার ১৯৬৯ সালে শেখ মুজিবুর রহমানসহ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সকল আসামিকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ওই বছরই ২৩ ফেব্রুয়ারি ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকার তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে) এক জনসভার আয়োজন করেছিল। সেই জনসভা থেকে শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। আর ওই ঘোষণা দিয়েছিলেন তোফায়েল আহমেদ। মহিউদ্দিন আহমদ বলেন, ৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা হওয়ার পর তোফায়েল আহমেদের রাজনৈতিক জীবনের বাঁক বদলে যায়। জাতীয়ভাবে তার একটা অবস্থান তৈরি হয়।

রাজনীতিতে প্রভাব

২৭ বছর বয়সে মি. আহমেদ ১৯৭০-এর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে অংশ নিয়ে বিজয়ী হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে তোফায়েল আহমেদ ছিলেন মুজিব বাহিনীর অঞ্চলভিত্তিক দায়িত্বপ্রাপ্ত চার প্রধানের একজন। বাংলাদেশর স্বাধীনতা লাভের পর তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় তোফায়েল আহমেদকে তার রাজনৈতিক সচিব নিয়োগ করেন। সে সময়ের একাধিক রাজনীতিক বলেছেন, স্বাধীনতার পর সে সময়ের আওয়ামী লীগ সরকার যে রক্ষী বাহিনী গঠন করেছিল, শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সচিব হিসেবে তোফায়েল আহমেদের হাতে আনঅফিসিয়ালি সেই বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ছিল। মি. আহমেদ ১৯৭৩ সালে নিজের

জেলা ভোলা থেকে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর আরও আটবার নৌকা প্রতীকেই সংসদ সদস্য হয়েছেন তিনি। শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার ঘটনা ঘটে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট। সে সময় আওয়ামী লীগের অনেক নেতার সঙ্গে তোফায়েল আহমেদকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তখন তিনি ৩৩ মাস জেল খেটেছিলেন। পরে জেল থেকে বেরিয়ে তিনি সে সময় মালেক উকিলের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের ঘুরে দাঁড়ানোর প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়েছিলেন। সাবেক সামরিক শাসক জেনারেল এরশাদের পতনের আন্দোলনসহ বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বেশ কয়েকবার জেল খেটেছেন মি. আহমেদ। শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের ঘটনার ২১ বছর পর শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে যখন ক্ষমতায় আসে, সেই সরকারে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছিলেন তোফায়েল আহমেদ। আবার ২০০৮ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় এলে সেই সরকারের মন্ত্রিসভায় জায়গা পাননি মি. আহমেদ। অবশ্য ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির একতরফা নির্বাচনের পর দলটির টানা দ্বিতীয় দফায় শেখ হাসিনার সরকার গঠন করলে সেই সরকারে বাণিজ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন তিনি। তবে পরের দফায় ২০১৮ সালের নির্বাচনের পর তার দল আওয়ামী লীগ আবারও সরকার গঠন করলেও সেই মন্ত্রিপরিষদে ডাক পাননি তিনি।

রাজনীতির পর্যবেক্ষকেরা বলছেন, আওয়ামী লীগের দলীয় রাজনীতির বাইরে জাতীয় রাজনীতিতেও একজন প্রভাবশালী রাজনীতিক ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। জেনারেল এরশাদের শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে রাজনৈতিক দলগুলোর অভিন্ন আন্দোলন গড়ে তোলা, সেই আন্দোলনে তিন জোটের রূপরেখা প্রণয়নে মি. আহমেদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। অন্য সব গণতান্ত্রিক আন্দোলনেও নেতৃত্বের প্রথম সারিতে ছিলেন তিনি। তবে এক পর্যায়ে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতা শেখ হাসিনার সঙ্গে দলীয় রাজনীতিতে প্রভাব হারিয়েছিলেন তোফায়েল আহমদে। ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে বিতর্কিত নির্বাচন করে টানা চতুর্থ দফার আওয়ামী লীগ সরকারে মন্ত্রী হতে পারেননি মি. আহমেদ। তবে ওই সরকারের পতন হয় মাত্র সাত মাসের মাথায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে। ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের সরকারে মন্ত্রী যেমন হতে পারেননি, অন্যদিকে দলেও তাকে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে তোফায়েল আহমেদের মাঝে হতাশা তৈরি হয়েছিল বলে বলেছেন তার ঘনিষ্ঠ রাজনীতিকেরা।

কেন কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন দলীয় রাজনীতিতে

শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের ছয় বছর পর ১৯৮১ সালে তার কন্যা শেখ হাসিনা দেশে ফিরে আওয়ামী লীগের হাল ধরেছিলেন। দলটির যে নেতারা সে সময় তাকে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। পরে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় রাজনীতিতে মি. আহমেদের ব্যাপক প্রভাব ছিল। তবে আওয়ামী লীগের একাধিক নেতা জানিয়েছেন, আশির দশকের শেষ দিকে শেখ হাসিনার সঙ্গে তোফায়েল আহমেদের এক ধরনের শীতল সম্পর্ক তৈরি হয়। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওই নেতারা বলেন, পঁচাত্তরে শেখ মুজিবকে সপরিবারে হত্যার ঘটনার পর তোফায়েল আহমেদ যদিও জেল খেটেছেন, কিন্তু সে সময় মি. আহমেদ শক্ত অবস্থান নেননি। এমন একটা ধারণা তৈরি হয়েছিল আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃত্বের। শেখ হাসিনা কয়েকবার বক্তব্যেও তার সেই ধারণা প্রকাশ করেছেন। এটি তোফায়েল আহমেদের সঙ্গে শেখ হাসিনার শীতল সম্পর্কের একটি বড়ো কারণ ছিল বলে মনে করেন দলটির নেতাদের অনেকে। আর দলের শীর্ষ নেতার সঙ্গে শীতল সম্পর্কের কারণে দলীয় রাজনীতিতে বিভিন্ন সময়ই কোণঠাসা হয়ে থাকতে হয়েছে মি. আহমেদকে। আশির দশকে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। দলটির একজন নেতা জানিয়েছেন, মি. আহমেদ তাদের দলের সাধারণ সম্পাদক হতে না পেরে তার মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছিল আশির দশকের শেষ দিকে। আওয়ামী লীগের নীতি-নির্ধারণী ফোরাম সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য করা হয়েছিল মি. আহমেদকে। সর্বশেষ তিনি দলটির উপদেষ্টা মন্ডলীর সদস্য ছিলেন। দলের নীতি-নির্ধারণে উপদেষ্টা মন্ডলীর তেমন কোনো ভূমিকা ছিল না। দলীয় রাজনীতিতে হতাশার বিষয়ে মি. আহমেদ নিজেও ঘনিষ্ঠ রাজনীতিকদের কাছে বিভিন্ন সময় শেয়ার করতেন। তার সেই ঘনিষ্ঠজনদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। যদিও মি. সেলিম কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি করেন। কিন্তু এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় দলগুলোর মধ্যে লিয়াঁজো করতে গিয়ে তাদের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। বর্তমানে কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মন্ডলীর সদস্য মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম বিবিসি বাংলাকে বলেন, দলীয় রাজনীতিতে বিভিন্ন সময় সংকটে পড়ে হতাশ হয়েছেন। কিন্তু আদর্শ থেকে সরেননি এবং রাজনীতির যাত্রায় থেমে যাননি। তবে এক/এগারোর সরকার হিসেবে পরিচিত ২০০৭ সালে সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সময়ে তোফায়েল আহমেদসহ আওয়ামী লীগের কয়েকজন জ্যেষ্ঠ নেতার ভূমিকার জন্য পরবর্তীতে দলের রাজনীতিতে বেশি বেকায়দায় পড়েছিলেন তারা। সেই সরকার রাজনীতিতে সংস্কারের কথা বলে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ হাসিনা ও বিএনপির শীর্ষ নেতা খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে মাইনাস করতে চেয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে।

সে সময় সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, আব্দুর রাজ্জাক ও আমির হোসেন আমুর সঙ্গে তোফায়েল আহমেদ তাদের দল আওয়ামী লীগে সংস্কারের প্রস্তাব তুলেছিলেন। বিএনপিরও কয়েকজন নেতা তাদের দলে সংস্কারের প্রস্তাব তুলেছিলেন।

আওয়ামী লীগেও সংস্কারপন্থি বলে ওই চার নেতার একটা পক্ষ তৈরি হয়েছিল। সেই এক/এগারোর সরকার তাদের সংস্কার ও দুই নেত্রীর মাইনাস করার ফরমুলা বাস্তবায়ন করতে পারেনি। এক পর্যায়ে দুই নেত্রীর নেতৃত্বেই দল দুটো ২০০৮ সালে নির্বাচন করেছে এবং বিদায় নিতে হয়েছে সেই সরকারকে। কিন্তু রাজনীতিতে কপাল পোড়ে সেই সংস্কারপন্থিদের। তোফায়েল আহমেদ দলে চিহ্নিত হন সংস্কারপন্থি হিসেবে এবং একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েন দলীয় রাজনীতিতে। এরপর টানা সাড়ে পনেরো বছরের আওয়ামী লীগের শাসনে যদিও তোফায়েল আহমেদ একবার মন্ত্রিসভায় জায়গা পেয়েছিলেন, কিন্তু শেখ হাসিনার সঙ্গে তার সম্পর্কের টানাপড়েন বেড়ে গিয়েছিল। সেই পরিস্থিতি তোফায়েল আহমেদ কতটা সামলে উঠতে পেরেছিলেন, তার রাজনৈতিক সহকর্মীদেরও কারও কারও সেই প্রশ্ন রয়েছে। তবে জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। এমন এক সময় তিনি চিরবিদায় নিলেন, যখন দলটি গণ-অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় চরম সংকটে রয়েছে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৬.২০২৬ নারগীস)

আন্তর্জাতিক বাজারে দাম কম থাকলেও সরকার কেন জ্বালানি তেলের দাম বাড়ালো?

আন্তর্জাতিক বাজারে যখন জ্বালানি তেলের দাম কমে একশ ডলারের নিচে নেমেছে, সে সময় বাংলাদেশে দেড় মাসের মাথায় আবারও বাড়ানো হয়েছে জ্বালানি তেলের দাম। এটি নিয়ে মানুষের মাঝে বেশ উদ্বেগ দেখা গেছে। যদিও গণপরিবহণে বহুল ব্যবহৃত ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত রেখেছে সরকার। তবে ভোক্তা পর্যায়ে জুন মাসের জন্য পেট্রোল, অকটেন ও কেরোসিনের দাম লিটার প্রতি পাঁচ টাকা বাড়িয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়। রোববার এক বার্তায় এই তথ্য জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। এদিকে, সরকারের পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, জ্বালানি তেলের দাম যখন শতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল, তখনও সরকার দাম বাড়ায়নি। একইসঙ্গে বাজেট ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবেই এখন জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিত বলেন, "এ কথাতো কেউ বলছে না, যখন জ্বালানি তেলের মূল্য শতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল, তখনও সরকার জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি করেনি।„ যদিও কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সভাপতি এ এইচ এম সফিকুজ্জামান মনে করছেন, ডিজেলের দাম অপরিবর্তিত রাখা এবং অন্য জ্বালানি তেলের দাম মাত্র পাঁচ টাকা বাড়ানো অল্প মনে হলেও এর প্রভাব পড়বে সবক্ষেত্রে। "জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি মানে হলো প্রতিটি জায়গায়ই ইম্প্যাক্ট পড়া„ বলেন মি. সফিকুজ্জামান।

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম কেমন?

বিবিসির বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিশ্বের মোট তেল ও গ্যাস পরিবহণের প্রায় ২০ শতাংশ বাণিজ্যই হরমুজ প্রণালি দিয়ে হয়। গত ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানে হামলা শুরুর পর ইরান এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক নৌপথটি কার্যত বন্ধ করে রেখেছে। ওই সময় থেকেই বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে এই দাম প্রতি লিটার ১২৫ ডলারের বেশিও হয়েছিল। পরে হরমুজ প্রণালি কিছুটা শিথিল হওয়ার সময়ে আবার সেই দাম কমে একশ ডলারে নামে। এদিকে, সোমবার আন্তর্জাতিক বাজারে যুক্তরাষ্ট্রের অপরিশোধিত তেল বা ডব্লিউটিআই ক্রুড অয়েলের দাম একশ ডলারের নিচে রয়েছে। ইরানের সাথে শান্তি চুক্তিতে কিছু পরিবর্তনের দাবির খবরের পরে এই দাম তিন শতাংশ বেড়ে যেতে পারে বলেও জ্বালানি তেলের দাম সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সাইটগুলোতে বলা হয়েছে। তবে এরপরেও সেই মূল্য একশ ডলারের নিচেই থাকছে। এছাড়া ব্রেন্ট ক্রুড বা ব্রেন্ট অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের প্রতি লিটারের মূল্য সোমবার ৯৪ দশমিক ১০ ডলার ছিল। দুই শতাংশ দাম বাড়লেও, সেটি একশ ডলারের নিচেই থাকছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের দাম বর্তমানে কম থাকলেও, বাংলাদেশে এমন একটি সময়ে দাম বাড়ানো হয়েছে, যখন বাজেট অধিবেশন আসন্ন। বাংলাদেশের জ্বালানি মন্ত্রণালয়ের রোববারের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস বা বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশে ভোক্তাপর্যায়ে বিক্রয়মূল্য অকটেন ১৪৫ টাকা, পেট্রোল ১৪০ টাকা এবং কেরোসিন ১৩৫ টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হলো। কেবল ডিজেলের মূল্য আগের মতোই ১১৫ টাকা লিটার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

এর আগে, গত ১৮ এপ্রিল দেশে সব ধরনের জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়েছিল সরকার। ওই সময় ডিজেলের দাম বাড়িয়ে ১১৫ টাকা এবং অকটেনের দাম ১৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এছাড়া প্রতি লিটার পেট্রোল ১৩৫ টাকা ও কেরোসিন ১৩০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। রোববার পর্যন্ত ওই নির্ধারিত মূল্যেই দেশে জ্বালানি তেল বিক্রি করা হয়েছে। তবে ১ জুন, সোমবার থেকে নতুন দাম কার্যকর করা হয়েছে। ডিজেল ১১৫ টাকা থাকলেও অকটেন, পেট্রোল, কেরোসিনে প্রতি লিটারে পাঁচ টাকা করে বাড়তি দাম দিয়ে ভোক্তাকে ক্রয় করতে হবে।

মাঠ পর্যায়ের পরিস্থিতি যেমন

রাজশাহীর গুল গফুর পেট্রোলিয়াম ফিলিং স্টেশনে সোমবার মোটর সাইকেলে জ্বালানি তেল নিতে লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন মাহতাব শফিক। একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কর্মরত রয়েছেন মি. শফিক। তিনি জানান, কাজের সুবিধার জন্যই তার মোটরসাইকেল ব্যবহার জরুরি বিষয়। সকালে ফিলিং স্টেশনে অকটেন নিতে গিয়ে আবার পাঁচ টাকা বাড়ার কথা জানতে পারেন। মি. শফিক বলেন, "গত মাসে শুনলাম, দাম আর

বাড়াবে না। হুট করে এভাবে বারবার দাম বাড়ানোয় আসলে আমাদের ওপর খুবই প্রেসার পড়ে যাচ্ছে।„ বেশ ক্ষোভের সাথেই মি. শফিক বলেন, "এক মাসে, দুই মাসে দুইবার দাম বাড়ালো পাঁচ টাকা, দশ টাকা করে। সাধারণ মানুষ আমরা যারা গাড়ি চালাই জীবনের প্রয়োজনের জন্যইতো গাড়ি চালাই।„ বেসরকারি আরেকজন চাকরিজীবী সাব্বির আহমেদ বলছেন, মধ্যবিত্তদের টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়বে। "অফিস যাতায়াতের খরচ যদি এভাবে বাড়তে থাকে, তাহলে বেতনের সব টাকাইতো রাস্তায় খরচ হয়ে যাবে,„ বলেন মি. আহমেদ। পেট্রোল ও অকটেনের দাম বাড়ায় রাইড শেয়ারিং অ্যাপে দাম বাড়বে এবং ব্যক্তিগত প্রাইভেট কার ও গাড়ি ব্যবহারকারীদের খরচও বেড়ে যাচ্ছে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন অনেকেই। এদিকে, জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধিতে প্রতিবাদ জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর আমীর ও বিরোধী দলীয় নেতা শফিকুর রহমান। নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে এক পোস্টে তিনি লিখেছেন, এর ফলে দ্রব্যমূল্যও বেড়ে গেছে অথচ মানুষের আয় বাড়েনি। মি. রহমান লিখেছেন, "ক্রমাগত বেকারত্ব বেড়েই চলেছে।„ দাম না বাড়ানোর বিষয়ে সরকার আশ্বস্ত করলেও, তা রাখা হয়নি বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি। মি. রহমান লিখেছেন, "অথচ সরকার আশ্বস্ত করেছিল, অন্তত এই মাসে জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি করা হবে না। যদি এমন কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, নিঃসন্দেহে এটি হবে জনস্বার্থবিরোধী। আমরা এ ধরনের জনস্বার্থবিরোধী সব পদক্ষেপের বিরুদ্ধে।„

সরকার যে ব্যাখ্যা দিচ্ছে

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম যখন কম, তখন বাংলাদেশে কেন জ্বালানি তেলের দাম বাড়ানো হয়েছে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী অনিন্দ্য ইসলাম অমিতকে দুপুরে এমন প্রশ্ন করেন সাংবাদিকরা। সোমবার দুপুরে সচিবালয়ে জ্বালানি মন্ত্রণালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মি. অমিত জবাবে বলেন, "এটাতো অবশ্যই আপনি বলতে পারেন, কিন্তু এ কথাতো কেউ বলছে না, যখন জ্বালানি তেলের মূল্য শতভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল, তখনও সরকার জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি করেনি।„ বাজেট ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবেই এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে দাবি জ্বালানি প্রতিমন্ত্রীর। "এটা একটা বাজেট ব্যবস্থাপনা আছে, কীভাবে কাভার করবেন। আজকে আমরা বলছি, স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়াতে চাই, পরিবারগুলোকে ফ্যামিলি কার্ড দিতে চাই, আমরা কৃষকদেরকে ফারমারস কার্ডের আওতায় আনতে চাই,„ বলেন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী। ভর্তুকি কমিয়ে বিদ্যুৎ খাতসহ সকল সেক্টরকে সচল রাখতে এই উদ্যোগ বলেও জানান তিনি। "তো এইগুলোর জন্য যদি সমস্ত অর্থের একটি বৃহৎ অংশ যদি আপনার ভর্তুকির পেছনে ব্যয় হয়ে যায়, তাহলে তো আলটিমেটলি... যখন একটা স্কোপ থাকে, তখন কিছু রি-এডজাস্টমেন্ট হয় এবং এটা হতেই হয় সব সেক্টরগুলোকে সচল রাখার জন্য সকলের সুবিধার্থে,„ বলেন মি. অমিত। একইসঙ্গে, সরকার স্বাবলম্বী হতে চায় বলেও জানান তিনি। জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেন, "একদিকে যেমন এই ভর্তুকিগুলো কমিয়ে আনার একটা প্রশ্ন আছে, অপরদিকে জনদুর্ভোগ কমানোরও একটা ব্যাপার আছে। ভর্তুকির প্রশ্ন আসলো যে, উচ্চদামে আমি বিদ্যুৎ কিনছি। তো উচ্চমূল্যের এই পাওয়ার প্ল্যান্টগুলোগুলোকে যদি আমরা আস্তে আস্তে রিনিউবেল এনার্জি দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি, তাহলে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় কমে যাবে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় কমলে গ্রাহককেও সাশ্রয় মূল্যে আমরা বিদ্যুৎ দিতে পারবো।„

'প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রভাব পড়বে'

জ্বালানি তেলের দাম বাড়লে প্রথমেই পরিবহন সেক্টরে এর প্রভাব পড়ে। সরকার এবার ডিজেলের দাম না বাড়ালেও এই খাতে শঙ্কা থেকেই যায় বলে মনে করেন ক্যাবের সভাপতি এ এইচ এম সফিকুজ্জামান। "বাংলাদেশের পরিবহণ সেক্টরে প্রথম ড্যামেজটা হয়। পরিবহণের জ্বালানিটা ডিজেলের দাম বাড়ানো হয়নি, কিন্তু পেট্রোল, অকটেনের দাম বাড়ানোতে এর কিছুটা প্রভাব পড়বেই,„ বলেন ক্যাবের সভাপতি মি. সফিকুজ্জামান। ডিজেলচালিত পরিবহণ মালিকরা যাতে ভাড়া বৃদ্ধি না করে, সেক্ষেত্রে সরকারকে নজর রাখতে হবে বলে সতর্ক করেন তিনি। "ডিজেলের দাম না বাড়লেও দেখা গেল যে, এই চান্সে আমাদের মোটরযানের মালিকরা পরিবহণ ভাড়া বাড়িয়ে দিলো। সেখানে সরকারের দায়িত্ব যাতে, ডিজেলচালিত যে-সব মোটর ভেহিকল আছে, সেখানে কোনোভাবেই যাতে ভাড়া বৃদ্ধি করা না হয়। সে জায়গায় সরকারের ফোকাস করা উচিত,„ বলেন মি. সফিকুজ্জামান। এছাড়া, অকটেন, পেট্রোল ও কেরোসিনের দাম লিটার প্রতি মাত্র পাঁচ টাকা বাড়লেও ব্যবসায়ীরা সুযোগের অপব্যবহার করে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। মূল্যস্ফীতি এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বর্তমান পরিস্থিতিতে মানুষের নাভিশ্বাস অবস্থা বর্ণনা করে তাদের কষ্ট লাঘবে সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। (বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৬.২০২৬ নারগীস)

খানজাহান আলী মাজারের দিঘিতে এক শিশুকে টেনে নিয়ে গেছে কুমির

বাগেরহাটের খানজাহান আলী মাজারের দিঘিতে এক শিশুকে টেনে নিয়ে গেছে কুমির। ঘটনাস্থলে কর্মরত ফায়ার সার্ভিসের এক কর্মকর্তা বিবিসি বাংলাকে খবরটি নিশ্চিত করেছেন। ফায়ার সার্ভিসের ওয়ারহাউজ ইন্সপেক্টর মো. দুলাল হোসেন জানিয়েছেন, শিশুটির বয়স আনুমানিক সাত বছর ছিল এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, শিশুটি দিঘির ঘাটে হাত-মুখ ধুতে বা গোসল করতে নেমেছিল। শিশুর সাথে অভিভাবক ছিল কিনা জানতে চাইলে তিনি

বলেন, মা ছিল। তবে মা মানসিকভাবে সুস্থ নন। তাই হয়ত তিনি বুঝতে পারেননি। আর তারা (মা ও শিশু) দর্শনার্থী না, তারা মাজারেই থাকেন। উল্লেখ্য, এই ঘটনাটি ঘটে আজ সোমবার রাত পৌনে ৯টার দিকে।
(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৬.২০২৬ নারগীস)

আবারও যুক্তরাষ্ট্র-ইরানের পাল্টাপাল্টি হামলা

যুক্তরাষ্ট্র বলছে, তারা সপ্তাহান্তে ইরানের সামরিক স্থাপনাগুলোতে হামলা চালিয়েছে। অন্যদিকে ইরান দাবি করছে, এর জবাবে তারা একটি মার্কিন ঘাঁটি লক্ষ্য করে হামলা করেছে। এর মাধ্যমে হরমুজ প্রণালি ঘিরে গত এক সপ্তাহে তৃতীয় দফায় উত্তেজনা বাড়লো। মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) জানিয়েছে, আন্তর্জাতিক জলসীমার ওপর একটি মার্কিন ড্রোন ভূপাতিত করাসহ ইরানের চালানো "আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের„ জবাবে তারা "আত্মরক্ষামূলক হামলা„ চালিয়েছে। অন্যদিকে, ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কোর (আইআরজিসি) জানিয়েছে, ইরানে হামলার জন্য ব্যবহৃত মার্কিন বাহিনীর একটি বিমান ঘাঁটিকে লক্ষ্য করে তারা আঘাত করেছে। সেন্টকম জানিয়েছে, কুয়েতে অবস্থানরত মার্কিন বাহিনীকে লক্ষ্য করে ছোড়া ইরানের দুটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিহত করা হয়েছে এবং এতে কোনো মার্কিন সদস্য হতাহত হয়নি। এর আগে কুয়েতও জানিয়েছিল, তারা কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন প্রতিহত করেছে। সোমবার সকালে ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার সমালোচকদের "ধৈর্য ধরতে„ বলেন। তিনি লেখেন, "শেষ পর্যন্ত সবকিছু ভালোভাবেই মিটবে।„ ট্রাম্প আরও বলেন, ইরান সত্যিই একটি চুক্তি করতে চায় এবং সেটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভালো একটি চুক্তি হবে।(বিবিসি ওয়েব পেজ : ০১.০৬.২০২৬ নারগীস)

রেডিও তেহরান

ভারতের সামরিক চ্যালেঞ্জ মোকবিলায় বাংলাদেশের করণীয় প্রসঙ্গে প্রতিবেদন

সম্প্রতি ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় তার অগ্নি-৬ মিসাইলের পরীক্ষা চালিয়ে তার সামরিক শক্তির জানান দিচ্ছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয় বাংলাদেশের ব্যাপারে ভারতকে আরো আগ্রাসী করে তুলতে পারে। বাংলাদেশ অন্তর্বর্তী সরকারের সময় অনেকগুলো সামরিক পরিকল্পনা নিয়েছে। সেনা , নৌ এবং বিমানবাহিনীর আধুনিকায়নের জন্য তুরস্ক , চীন এবং ইতালির সাথে অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র কেনার অনেকগুলো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের লং হিট মার্টিনের সাথে সামরিক অস্ত্রপাতি কেনার চুক্তি হয়েছে। পাকিস্তান এবং চীনের সাথে নানা প্রতিরক্ষা চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। নির্বাচন পরবর্তী বিএনপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর অনেক কার্যক্রমে ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়েছে। অনেক বিশ্লেষক মনে করেন, অন্তর্বর্তী সরকারের করা অনেকগুলো চুক্তিই ভারতীয় স্বার্থকে চ্যালেঞ্জ করে করা হয়েছিল। তাই ভারতের প্রতি কিছুটা নমনীয় বিএনপির বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই ভারতকে চটাতে চাইছে না। তারা ধীরে চলো নীতি অনুসরণ করছে। কিন্তু ভারতের আক্রমণাত্মক সামরিক শক্তি বৃদ্ধি বিশেষ করে পাকিস্তান ও চীনের মোকাবিলায় দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের পরাশক্তি হওয়ার স্বপ্ন ও ভারতকে অস্থির করে তুলেছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো চীনের সামরিক শক্তি এবং অর্থনৈতিক আধিপত্যের সামনে ভারত একেবারেই পিছিয়ে। তাই পরাশক্তি হতে না পারলেও প্রতিবেশী ছোটো দেশগুলোর উপর দাদাগিরি দেখানোর সুযোগ ভারত কখনোই মিস করে না। ভারতের আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতিতে প্রতিবেশীদের প্রতি সমান মর্যাদাপূর্ণ সম্পর্কের বদলে তারা খবরদারির সম্পর্ক এবং একচেটিয়া অর্থনৈতিক সুবিধা ও আধিপত্য গ্রহণ করতে চায়। এসব অনৈতিক সুবিধা গ্রহণে তাদের কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা করতে হয় না। দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা বাড়ছে। ভারত একদিকে তার দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র সক্ষমতা, নৌ শক্তি ও সীমান্ত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে নিজেদের আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে প্রতিবেশী দেশগুলো নিজেদের নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা কৌশল নতুনভাবে মূল্যায়ন শুরু করেছে। সম্প্রতি ভারতের অগ্নি সিক্স ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি নিয়ে নতুন আলোচনা , সীমান্ত অঞ্চলে সামরিক অবকাঠামো জোরদার এবং বঙ্গোপসাগরকেন্দ্রিক কৌশলগত তৎপরতা বাংলাদেশে নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মধ্যে ও উদ্বেগ তৈরি করেছে। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির রাজনৈতিক অবস্থান শক্তিশালী হওয়া এবং দিল্লির নিরাপত্তা নীতিতে ক্রমবর্ধমান আক্রমণাত্মক অবস্থান বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ প্রতিরক্ষা পরিকল্পনাকে নতুন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সামরিক আধুনিকায়নের বেশ কিছু বড়ো পরিকল্পনা সামনে আসে। সেনা , নৌ ও বিমান বাহিনীর জন্য নতুন প্রযুক্তি সংগ্রহ, তুরস্ক ও চীনের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা বৃদ্ধি , ইতালির সঙ্গে বিমান ও সামুদ্রিক প্রযুক্তি নিয়ে আলোচনা এবং যুক্তরাষ্ট্রের লং হিট মার্টিনের সঙ্গে সামরিক সরঞ্জাম কেনা নিয়ে সমঝোতা কৌশলগত বার্তা দেয়। পাশাপাশি পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে একাধিক প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং উত্তরাঞ্চলে নতুন সামরিক অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ ভারতীয় কৌশলগত মহলে আলোচনার বিষয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে লালমনিরহাটে বিমান ঘাঁটি ও এভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্পকে অনেক বিশ্লেষক কেবল একটি শিক্ষা বা অবকাঠামোগত প্রকল্প হিসেবে নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদি সামরিক সক্ষমতা তৈরির অংশ হিসেবে দেখছেন। তবে নির্বাচন পরবর্তী নতুন রাজনৈতিক

বাস্তবতায় পরিস্থিতির পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারের অধীনে অন্তর্বর্তী সময়ের বেশ কিছু সামরিক উদ্যোগে ধীরগতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে বলে বিভিন্ন কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক মনে করছেন। তাদের মতে, নতুন সরকার ভারতের সঙ্গে সরাসরি উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চায় না। দিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক স্থিতিশীল রেখে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা ই এখন তাদের প্রধান অগ্রাধিকার। ফলে প্রতিরক্ষা আধুনিকায়নের কিছু প্রকল্প কৌশলগতভাবে ধীরগতিতে এগোচ্ছে। কিন্তু একই সময়ে ভারতের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তারের নীতি বাংলাদেশকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে।

ভারত ইতো মধ্যেই বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সামরিক বাজেটধারী রাষ্ট্র। তাদের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র , দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, শক্তিশালী বিমান বাহিনী , এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার সমৃদ্ধ নৌবাহিনী এবং অত্যাধুনিক সাইবার ও মহাকাশ সক্ষমতা রয়েছে। অগ্নি সিরিজের ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি মূলত চীনকে লক্ষ্য করেই তৈরি হলেও , দক্ষিণ এশিয়ার ছো টো দেশগুলোর কাছে এটি ভারতের সামরিক প্রভাবের প্রতীক হয়ে উঠে ছে। নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের মতে, ভারতের সবচেয়ে বড়ো কৌশলগত উদ্বেগ চীন। অর্থনীতি , প্রযুক্তি উৎপাদন, সামরিক শিল্প ও বৈশ্বিক প্রভাব প্রায় সব ক্ষেত্রেই বেইজিং এখন বর্তমানে দিল্লির চেয়ে অনেক এগিয়ে রয়েছে। ফলে ভারত একদিকে চীনের মোকা বিলায় যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে শক্তিশালী জোট গড়েছে। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ায় নিজেদের একচ্ছত্র প্রভাব ধরে রাখতে প্রতিবেশী দেশগুলোর উপর কৌশলগত চাপ বজায় রাখছে। বাংলাদেশের সামরিক বিশ্লেষকরা মনে করেন , ভারতের সঙ্গে সরাসরি অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যাওয়া বাংলাদেশের জন্য বাস্ত বসম্মত নয়। কারণ ভারতের সামরিক বাজেট বাংলাদে শের পুরো জাতীয় বাজেটের চেয়েও বড়ো । তাই বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে কার্যকর পথ হবে অসমমিত প্রতিরক্ষা কৌশল বা এসেমেট্রিক ডিফেন্স স্টাটিজি অর্থাৎ এমন প্রতিরক্ষা সক্ষমতা গড়ে তোলা , যা তুলনামূলক কম ব্যয়ে বড়ো শক্তিকে সতর্ক থাকতে বাধ্য করে। বিশ্লেষকদের মতে , বাংলাদেশের প্রথম অগ্রাধিকার হওয়া উচিত সমন্বিত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। আধুনিক যুদ্ধে আকাশ নিয়ন্ত্রণ হারালে স্থলে ও নৌ প্রতিরক্ষা দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে। ভারতের বিমানের তুলনায় বাংলাদেশের সক্ষমতা সীমিত হলেও , কার্যকর সার্ফেস টু এয়ার মিসাইল , মোবাইল রাডার, ড্রোন শনাক্ত করার প্রযুক্তি এবং ইলেকট্রনিক জামিং সিস্টেম গড়ে তুলতে পারলে পরিস্থিতি অনেকটাই বদলে যেতে পারে। চীনের কাছ থেকে মাঝারি পা ল্লার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা , তুরস্কের কাছ থেকে ড্রোন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ইউরোপীয় দেশগুলোর কাছ থেকে রাডার ও নজরদারি ব্যবস্থা সংগ্রহের আলোচনা এ কারণে ই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞদের ভাষায় , বর্তমান যুগে কেবল যুদ্ধ বিমান নয় বরং সমন্বিত এয়ার ডিফেন্স নেটওয়ার্কই ছো টো রাষ্ট্রগুলোর জন্য বেশি কার্যকর। বাংলাদেশের জন্য ড্রোন প্রযুক্তিও এখন একটি বড়ো কৌশলগত ক্ষেত্র। ইউক্রেন যুদ্ধ দেখিয়েছে তুলনামূলক কম দামের ড্রোনও বড়ো সামরিক শক্তিকে ব্যাপক ক্ষতির মুখে ফেলতে পারে। নজরদারি ড্রোন , কামি কাজী ড্রোন, সামুদ্রিক ড্রোন এবং ইলেকট্রনিক ওয়ারফেয়ার ড্রোন এখন আধুনিক যুদ্ধের অপরিহার্য অংশ। বাংলাদেশের প্রযুক্তি খাত এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সম্পৃক্ত করে দেশীয় ড্রোন শিল্প গড়ে তোলা গেলে কয়েক বছরের মধ্যেই কম খরচে বড়ো প্রতিরোধ সক্ষমতা তৈরি করা সম্ভব বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। বঙ্গোপসাগর ঘিরেও নতুন কৌশলগত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। ভারত , আন্দামান, নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে সামরিক অবকাঠামো বাড়াচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র , ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তাদের উপস্থিতি জোরদার করছে। চীন আবার বঙ্গোপসাগরকে ভবিষ্যৎ বাণিজ্য জ্বালানি রুটের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখছে। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশের নৌ বাহিনীকে নতুন করে আধুনি কায়ন করার প্রয়োজনীয়তা সামনে এসেছে। বিশ্লেষকদের মতে , বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে কার্যকর নৌকৌশল হবে সি ডনায়াল বা প্রতিপক্ষকে সমুদ্রপথে সহজে আধিপত্য বিস্তার করতে না দে ওয়া। এজন্য ব্যয়বহুল বড়ো যুদ্ধজাহাজের চেয়ে সাবমেরিন, উপকূলভিত্তিক এন্টিসিপ মিসাইল , সামুদ্রিক নজরদারি ড্রোন এবং দ্রুতগতির ক্ষেপণাস্ত্রবাহী নৌযান বেশি কার্যকর হতে পারে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সাবমেরিন যুগে প্রবেশ করেছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে , এটিকে কার্যকর প্রতিরোধে রূপ দিতে হলে আরো উন্নত সাবমেরিন ও সমন্বিত সামুদ্রিক নজরদারি নেটওয়ার্ক প্রয়োজন। চট্টগ্রা ম পায়রা ও মংলা বন্দর বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র। যে -কোনো আঞ্চলিক সংঘাতে এই বন্দরগুলোর নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। তাই উপকূলীয় রাডার , মাইন ওয়ার ফেয়ার সক্ষমতা এবং উপগ্রহভিত্তিক সামুদ্রিক নজরদারি ব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দে ওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা। স্থলবাহিনীর ক্ষেত্রেও নতুন চিন্তার কথা বলা হচ্ছে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক বাস্তবতা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মতো নয়। নদীবহুল ও ঘনবসতিপূর্ণ ভূখণ্ডে দ্রুতগতির মোবাইল ইউনিটি, এন্টি-ট্যাংক মিসাইল, ড্রোন সমর্থিত নজরদারি এবং বিশেষা য়িত প্রতিরক্ষা ইউনিট বেশি কার্যকর হতে পারে। বড়ো আকারের ট্যাংক যুদ্ধে র বদলে তথ্যনির্ভর ও প্রযুক্তি নির্ভর যুদ্ধ কৌশলকে গুরুত্ব দে ওয়ার কথা বলছেন সামরিক বিশেষজ্ঞরা। সাইবার নিরাপত্তাকেও এখন ভবিষ্যতে যুদ্ধের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিদ্যু ৎ ব্যাংকিং, যোগাযোগ ও সামরিক নেটওয়ার্ক সাইবার হামলা চালিয়ে একটি রাষ্ট্রকে অচল করে দেওয়া সম্ভব। ভারত, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই সাইবার সক্ষমতাকে সামরিক শক্তির অংশ হিসেবে ব্যবহার করছে। বাংলাদেশ আলাদা সাইবার কমান্ড এনক্রিপ্টেড সামরিক যোগাযোগ এবং দেশীয় সফটওয়্যার নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে

তোলার দিকে মনোযোগ দি চ্ছে বলে জানা গেছে। একাধিক কূটনৈতিক সূত্র বলছে , বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা নীতিতে এখন মাল্টি অ্যালাইনমেন্ট বা বহুমুখী ভারসাম্য কৌশল গুরুত্ব পাচ্ছে। অর্থাৎ কো নো একক শক্তির উপর পুরোপুরি নির্ভর না করে চীন, তুরস্ক, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা। কারণ একটি ছোটো অর্থনীতির দেশের জন্য একপাক্ষিক সামরিক নির্ভরতা দীর্ঘমেয়াদে ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক গত এক দ শকে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। নৌবাহিনীর সাবমেরিন, বিভিন্ন যুদ্ধজাহাজ, সামরিক যান এবং ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার বড়ো অংশই চীন থেকে এসেছে। একইসঙ্গে তুরস্কের সঙ্গে ড্রোন ও প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি নিয়ে সহযোগিতা বাড়ছে। ইউরোপীয় দেশগুলোর সঙ্গে ও বিমান প্রযুক্তি ও নজরদারি সরঞ্জাম নিয়ে আলোচনা চলছে। যুক্তরাষ্ট্রের লংহিট মার্টিনের স ঙ্গে আলোচনা ও এই বহুমুখী কৌশলের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে দেশটি চীন-ভারত প্রতিদ্বন্দ্বিতার সরাসরি সংঘর্ষ মঞ্চে পরিণত না হয়। কারণ দক্ষিণ এশিয়ার ভূ -রাজনৈতিক প্রতি যোগিতা যত বাড়বে, ততই ছোটো দেশগুলোর উপর চাপ বাড়বে। শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও মালদ্বীপের অভিজ্ঞতা দেখিয়েছে, বড়ো শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতার মধ্যে ভারসাম্য হারালে অর্থনীতি ও রাজনীতি উ ভয়ই অস্থির হয়ে পড়তে পারে। অর্থনৈতিক সক্ষমতাকেও প্রতিরক্ষার অন্যতম ভিত্তি হিসেবে দেখছেন বিশেষজ্ঞরা। দুর্বল অর্থনীতি নিয়ে দীর্ঘমেয়াদে শক্তিশালী সামরিক কাঠামো ধরে রাখা সম্ভব নয়। পাকিস্তানের উদাহরণ টেনে তারা বলছেন , অতিরিক্ত সামরিক ব্যয় অর্থনীতিকে সংকটে ফেলতে পারে। তাই বাংলাদেশের উচিত হবে, প্রতিরক্ষা ব্যায়কে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করা এবং দেশী য় প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তোলার উপর জোর দে ওয়া। বাংলাদেশ অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি এবং বিভিন্ন সামরিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ইতো মধ্যেই কিছু অস্ত্র ও সরঞ্জাম তৈরি করছে। তবে ভবিষ্যতে ড্রোন, গোলাবারুদ নজরদারি প্রযুক্তি , সামরিক যান ও ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির দেশীয় উৎপাদন বা ড়ানোর পরিকল্পনা নিয়ে যেতে পারে। এতে একদিকে বৈদেশিক নির্ভরতা কমবে , অন্যদিকে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যয়ও কমে আসবে। লালমনিরহাটে বিমান ঘাঁটি ও এভিয়েশন বিশ্ববিদ্যালয় প্রকল্প নিয়েও নতুন করে আলোচনা চলছে। উত্তরাঞ্চলে এই অবকাঠামো ভবিষ্যতে কেবল প্রশিক্ষণ নয় , কৌশলগত সা মরিক সক্ষমতার অংশ হয়ে উঠতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। যদিও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে খুব কম তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে। তবে প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে , বাংলাদেশের উত্তর অঞ্চলীয় আকাশ সীমা ও সীমান্ত পর্যবেক্ষণের জন্য এ ধরনের অবকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। একইসঙ্গে দেশের সামরিক অবকাঠামোকে বিকেন্দ্রীভূত করার বিষয়েও আলোচনা বাড়ছে। একটি বা দুটি বড়ো ঘাঁটির উপর নির্ভরতা আধুনিক যুদ্ধে ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ যে -কোনো সংঘাতের শুরুতেই যোগাযোগ , রাডার ও বিমান ঘাঁটি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়। তাই ছো টো ছোটো ঘাঁটি, বিকল্প কমান্ড সেন্টা র এবং সুরক্ষিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন বিশেষজ্ঞরা। জনভিত্তিক প্রস্তুতিকে গুরুত্ব দে ওয়া হচ্ছে। অনেক ছোটো রাষ্ট্রে রিজার্ভ ফোর্স, সিভিল ডিফেন্স ও জরুরি অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত শক্তিশালী। বাংলাদেশ দুর্যোগ মোকা বিলায় যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে , সেটিকে নিরাপত্তা ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয় করা গেলে সংকটকালে রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা ধরে রাখার সহজ হবে। তথ্যযুদ্ধ এখানে বড়ো বাস্তবতা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভুয়া তথ্য ও মনস্তাত্ত্বিক প্রচারণা ব্যবহার করে একটি দেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা নষ্ট করা সম্ভব। তাই স্বাধীন ও বিশ্বাসযোগ্য তথ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং সাইবার প্রচারণা মোকা বিলায় সক্ষমতা বাড়ানো ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা কৌশলের অংশ হয়ে উঠছে। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের বাস্তবতাও জটিল। একদিকে ভারত বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো প্রতিবেশী ও গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদার। অন্যদিকে সীমান্ত হত্যা, পানি বণ্টন, বাণিজ্য বৈষম্য ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিনের অসন্তোষ রয়েছে। ফলে সম্পর্কের মধ্যে সহযোগিতা ও অবিশ্বাস দুই বাস্তবতাই একসঙ্গে কাজ করছে। বিশ্লেষকদের মতে, বাংলাদেশের জন্য সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হবে দৃঢ় কিন্তু ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান। অর্থাৎ একদিকে নিজেদের প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বাড়ানো , অন্যদিকে সরাসরি সংঘাত এড়িয়ে কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রাখা। কারণ পূর্ণমাত্রার সামরিক সংখ্যা দক্ষিণ এশিয়ার কো নো দেশের জন্যই লাভজনক হবে না। দক্ষিণ এশিয়ার ভবিষ্যৎ এখন অনেকটাই নির্ভর করছে চীন -ভারত প্রতিযোগিতা , যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো -প্যাসিফিক কৌশল এবং আঞ্চলিক শক্তিগুলোর নতুন সমীকরণের উপর। এই বাস্তবতায় বাংলাদেশকে এমন একটি প্রতিরক্ষা নীতি গ্রহণ করতে হবে , যা একইসঙ্গে বাস্তববাদী, অর্থনৈতিকভাবে টেকসই এবং প্রযুক্তি নির্ভর। তাই বাং লাদেশের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার জন্য সামরিক আধুনিকায়নের পাশাপাশি শক্তিশালী অর্থনীতি , কার্যকর কূটনীতি এবং প্রযুক্তি নির্ভর রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলাই হবে সবচেয়ে বড়ো প্রতিরক্ষা।(রেডিও তেহরান: ০১.০৬.২০২৬ এলিনা, রুবাইয়া)

এনএইচকে

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান খসড়া চুক্তিতে সংশোধন চান ট্রাম্প

একটি মার্কিন সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে , প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের খসড়াটি সংশোধন করতে চান। গত শুক্রবার হোয়াইট হাউসের সিচুয়েশন রুম -এর এক বৈঠকে এই খসড়া নথিটি নিয়ে আলোচনা হয়েছিল বলে জানা গেছে। মার্কিন ওয়েবসাইট অ্যাক্সিওস শনিবার খবরটি প্রকাশ করে।

সংবাদমাধ্যমটি প্রশাসনের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত দ্বিতীয় একটি সূত্রের মন্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে , খসড়াটির বর্তমান রূপে পারমাণবিক অস্ত্র তৈ রি না করার বিষয়ে ইরানের একটি অঙ্গীকার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু এতে উল্লেখ করা হয়েছে যে , এই স্মারকলিপিতে এর বাইরে কোনো সুনির্দিষ্ট ছাড়ের কথা বলা হয়নি। প্রতিবেদনে প্রশাসনের এক কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে , ট্রাম্প চান, খসড়াটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হোক যে , যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে এবং কখন ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম সংগ্রহ করবে। দ্বিতীয় সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে এতে বলা হয়েছে যে , ট্রাম্প হরমুজ প্রণালি পুনরায় খুলে দেওয়া সংক্রান্ত কিছু অংশও সংশোধন করতে চান। প্রশাসনের সেই কর্মকর্তা প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, একটি চুক্তি হবে। ওই ব্যক্তি বলেছেন , মার্কিন পক্ষ অপেক্ষা করবে, যাতে প্রেসিডেন্ট যা চাইছেন , তা পেতে পারেন। এদিকে , ইরানের বার্তা সংস্থা তাসনিম একটি সংশ্লিষ্ট সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে , তেহরানও এই সম্ভাব্য খসড়া নথিতে নতুন কিছু সংশোধনী যোগ করবে। সেই সূত্র উল্লেখ করেন যে, উভয়পক্ষ যদি একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে ব্যর্থ হয়, তবে ইরান সে ধরনের পরিস্থিতি মেনে নিতে পুরোপুরি প্রস্তুত। (এনএইচকে ওয়েব পেজ: ০১.০৬.২০২৬ রুবাইয়া)

ডয়চে ভেলে

বাংলাদেশে পেট্রোল, কেরোসিনের দাম বাড়লো, ডিজেলের নয়

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরুর পর জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিয়ে অস্থিরতা তৈরি হয়। বিশ্ববাজারে দাম অনেক বেড়ে গেলে দেশেও গত এপ্রিলের মাঝামাঝি দাম বাড়ানো হয়। এরপর মে মাসে জ্বালানি তেলের দাম অপরিবর্তিত রাখা হয়। তবে দেশের বাজারে জুন মাসের জন্য তিন ধরনের জ্বালানি তেলের দাম বাড়াল সরকার। রোববার বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক প্রজ্ঞাপনে এ সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়, ভোক্তা পর্যায়ে প্রতি লিটার ডিজেলের দাম ১১৫ টাকায় অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। কেরোসিনের দাম প্রতি লিটার ১৩০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৩৫ টাকা, পেট্রোলের দাম প্রতি লিটার ১৩৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪০ টাকা আর অকটেনের দাম ১৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪৫ টাকা করা হয়েছে। রাত ১২টা থেকে নতুন দাম কার্যকর হয়েছে। ২০২৪ সালের মার্চ থেকে বিশ্ববাজারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জ্বালানি তেলের স্বয়ংক্রিয় মূল্য নির্ধারণ শুরু করে সরকার। সে হিসাবে আগের মাসে আমদানি করা জ্বালানি তেলের খরচ বিবেচনায় নিয়ে প্রতি মাসে নতুন দাম সমন্বয় করা হয়। মার্চের মতো এপ্রিলেও শুরুতে দাম অপরিবর্তিত রাখে সরকার। তবে ১৯ এপ্রিল থেকে ডিজেল প্রতি লিটার ১১৫ টাকা, অকটেন ১৪০ টাকা ও পেট্রোল ১৩৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৬.২০২৬ রনি)

হজ পালনে গিয়ে এ বছর ৪১ বাংলাদেশির মৃত্যু

সৌদি আরবে পবিত্র হজ পালনে গিয়ে আরো দুই বাংলাদেশি হাজির মৃত্যু হয়েছে। বাংলাদেশের ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ ব্যবস্থাপনা পোর্টালের তথ্য অনুযায়ী, এর ফলে চলতি বছর পবিত্র হজ পালনে গিয়ে এ পর্যন্ত ৪১ জন বাংলাদেশির মৃত্যু হলো। সৌদি আরবে যে ৪১ বাংলাদেশি হজযাত্রী মারা গেছেন, তাদের মধ্যে ২৭ জন পুরুষ, ১৪ জন নারী। ৩০ জন মারা গেছেন মক্কায়, বাকি ১১ জন মদিনায়। পবিত্র হজ পালন শেষে সৌদি আরব থেকে এখন দেশে ফিরছেন হাজিরা। পবিত্র হজ পালনে এ বছর বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে যান প্রায় ৭৮ হাজার ৫০০ জন। তাদের মধ্যে ৪ হাজার ৫৬৫ জন সরকারি ব্যবস্থাপনায়, ৭৩ হাজার ৯৩৫ জন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যান। এ বছর পবিত্র হজ অনুষ্ঠিত হয় গত ২৬ মে। প্রথম হজ ফ্লাইট শুরু হয় গত ১৮ এপ্রিল। শেষ হয় ২১ মে। ফিরতি হজ ফ্লাইট শুরু হয় ৩০ মে। চলবে ৩০ জুন পর্যন্ত। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৬.২০২৬ রনি)

পদত্যাগ করলেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান

বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান পদত্যাগ করেছেন। আজ সোমবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে তিনি পদত্যাগপত্র জমা দেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব সালেহ শিবলী পদত্যাগের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বলে জানিয়েছে ডয়চে ভেলের কন্টেন্ট পার্টনার প্রথম আলো। পদত্যাগপত্রে দীপেন দেওয়ান জানান, দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই তিনি শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছেন। অসুস্থতার কারণে মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কাজের দায়িত্ব পালনে নানা সমস্যা তৈরি হচ্ছিল। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজের গতিশীলতা বাড়াতে তিনি পদ থেকে অব্যাহতি নিচ্ছেন। ৬৩ বছর বয়সি দীপেন দেওয়ান ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পার্বত্য রাঙামাটি আসনে বিএনপির প্রার্থী হয়েছিলেন। নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে সর্বাধিক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হন তিনি। প্রথমবার সংসদ সদস্য হয়েই মন্ত্রী হন দীপেন দেওয়ান। পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্বে রয়েছেন মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন। ২০০৫ সালে যুগ্ম জেলা জজের চাকরি ছেড়ে দীপেন দেওয়ান বিএনপিতে যোগ দেন। ২০১০ সালে রাঙামাটি জেলা বিএনপির সভাপতি হন। ২০১৬ সাল থেকে তিনি কেন্দ্রীয় বিএনপির ধর্মবিষয়ক সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। দীপেন দেওয়ানের বাবা সুবিমল দেওয়ান প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উপজাতিবিষয়ক উপদেষ্টা ছিলেন। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৬.২০২৬ রনি)

মরণোত্তর জাতিসংঘ পদক পাচ্ছেন বাংলাদেশের ছয় শান্তিরক্ষী

সুদানের আবেইতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনের সময় প্রাণ হারানো ছয় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীকে মরণোত্তর `ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদক, দেওয়া হবে। আগামী ৫ জুন নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এ পদক দেবেন জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি জানায়, জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এ পদক তুলে দেওয়া হবে। পদকপ্রাপ্ত বাংলাদেশের ছয় শান্তিরক্ষী হলেন, মো. জাহাঙ্গীর আলম, মো. সবুজ মিয়া, মো. মাসুদ রানা, মো. মোমিনুল ইসলাম, শামীম রেজা ও সান্ত মন্ডল। ২০২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর আবেইতে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তী নিরাপত্তা বাহিনী (ইউএনআইএসএফএ)-তে দায়িত্ব পালনের সময় এক ড্রোন হামলায় তারা নিহত হন। আগামী ৫ জুন নিউইয়র্কে অনুষ্ঠেয় অনুষ্ঠানে ১৯৪৮ সাল থেকে দায়িত্ব পালনকালে প্রাণ হারানো প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শান্তিরক্ষীর স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন জাতিসংঘ মহাসচিব। এছাড়া, গত বছর নিহত ৫৯ জনসহ মোট ৬৮ জন সামরিক, পুলিশ ও বেসামরিক শান্তিরক্ষীকে মরণোত্তর `ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদক, দেওয়া হবে। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৬.২০২৬ রনি)

যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ

শান্তি আলোচনায় ইরানের শীর্ষ আলোচক মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ বলেছেন, ইরানের বন্দরগুলোর ওপর নৌ-অবরোধ অব্যাহত রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র, অন্যদিকে লেবাননে হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে হামলা তীব্রতর করেছে ইসরায়েল। এসব উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ বিষয়গুলোই প্রমাণ করে যে, ওয়াশিংটন যুদ্ধবিরতি মেনে চলছে না। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ লিখেছেন, "নৌ-অবরোধ এবং লেবাননে যুদ্ধাপরাধের মাত্রা বৃদ্ধি„ যুক্তরাষ্ট্রের "যুদ্ধবিরতি মেনে না চলার স্পষ্ট প্রমাণ।„ "প্রতিটি সিদ্ধান্তেরই একটি মূল্য থাকে এবং সেই মূল্য শেষমেষ চুকাতে হয়„- উল্লেখ করে তিনি আশা প্রকাশ করেন, "সবকিছুই একসময় সঠিক জায়গায় এসে দাঁড়াবে।„ এর আগে, যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান । গত ৮ এপ্রিল তা কার্যকর হয়। পরে যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়ানো হলেও দু-পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলেছে। পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রতিনিধিদলের মধ্যে আলোচনা শান্তিচুক্তি সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়ার পর গত ১৬ এপ্রিল থেকে ইরানের বন্দরগুলোর ওপর নৌ-অবরোধ আরোপ শুরু করে যুক্তরাষ্ট্র। এ কারণে হরমুজ প্রণালি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত বহাল রাখে ইরান। এছাড়া ইরান মনে করে, লেবাননেও যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়া আবশ্যক। অথচ ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে সেখানে হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। লেবাননে ইসরায়েলের সামরিক অভিযান অব্যাহত রাখা শান্তিচুক্তি সম্পাদনের পথে অন্তরায় বলেও মনে করে ইরান। (ডয়চে ভেলে ওয়েব পেজ: ০১.০৬.২০২৬ রনি)

জাগো নিউজ

৬ নবজাতকের মৃত্যু; আদ-দ্বীনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থার ছক কষছে সরকার

রাজধানীর আদ-দ্বীন হাসপাতালে প্রসব-পরবর্তী ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ছয় নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে সরকার। হাসপাতালটির বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। কোনো অপরাধী যেন আইনি ফাঁক-ফোকর দিয়ে পার পেয়ে যেতে না পারে, সেজন্য সরাসরি দেশের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তার (অ্যাটর্নি জেনারেল) পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। এই ঘটনায় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের চলমান তদন্তের পাশাপাশি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকেও নতুন একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে। উভয় কমিটির প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করেই চূড়ান্ত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সোমবার (১ জুন) স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে তদন্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং অ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন সাংবাদিকদের এসব তথ্য জানান। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তদন্ত কমিটি যেন শতভাগ আইনানুগভাবে কাজ করতে পারে, সেই পরামর্শ নিতেই আজ অ্যাটর্নি জেনারেলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। বৈঠক শেষে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা কী কী কার্যক্রম করছি এবং কীভাবে করছি, তা অ্যাটর্নি জেনারেলকে অবহিত করেছি। উনি আমাদের আইনানুগ উপদেশ দিয়েছেন। উনার পরামর্শ অনুযায়ীই আমরা বাকি পদক্ষেপগুলো নেবো। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ রিহাব)

হজ পালন শেষে দেশে ফিরলেন সেনাপ্রধান

পবিত্র হজ পালন শেষে দেশে ফিরে ছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার -উজ-জামান। সোমবার (১ জুন) তিনি দেশে ফেরেন বলে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানায় আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)। আইএসপিআর জানায়, গত ২২ মে পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার -উজ-জামান সৌদি আরব যান। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ রিহাব)

ইসলামী ব্যাংকের সামনে গ্রাহক-পুলিশ সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ-জলকামান নিক্ষেপ

ইসলামী ব্যাংকের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভকারী গ্রাহকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ লাঠিচার্জের পাশাপাশি জলকামান ও টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করে বলে

জানা গেছে। সোমবার (১ জুন) সকালে ইসলামী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের সামনে ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে জড়ো হন ইসলামী ব্যাংক গ্রাহক ফোরামের সদস্যরা। তারা নতুন চেয়ারম্যানের নিয়োগের প্রতিবাদ জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগান দেন এবং অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন। প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, সকাল সাড়ে ৯টার দিকে আন্দোলনকারীদের সড়ক ও ব্যাংক এলাকা থেকে সরিয়ে দিতে পুলিশ পদক্ষেপ নেয়। এ সময় উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে জলকামান ও টিয়ারগ্যাসও নিক্ষেপ করা হয়।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ রিহাব)

আমি ধর্ষণ করছি, রামিসাকে মারছে ডলার : সোহেল রানা

নিজ স্ত্রীকে নির্দোষ দাবি করে রামিসা আক্তার হত্যায় `ডলার, নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন মামলার আসামি সোহেল রানা। তিনি বলেন, আমি ধর্ষণ করছি, মারছে ডলার। ডলার দুই লাখ টাকা দিছে। এ মামলায় চার্জ গঠনের শুনানির জন্য সোমবার (১ জুন) আদালতে তোলার সময় সাংবাদিকদের সামনে এমন দাবি করেন আসামি সোহেল রানা। রাজধানীর মিরপুরের পল্লবীতে ৭ বছরের শিশু রামিসা আক্তারকে ধর্ষণ ও হত্যার মামলায় আসামি সোহেল রানা ও তার স্ত্রী স্বপ্না আক্তারের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের শুনানি শুরু হয়েছে। সোমবার সকালে আসামিদের আদালতে হাজির করা হয় এবং পরে ঢাকা মহানগর শিশু সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনালে তোলা হয়। এ সময় স্ত্রীকে নির্দোষ দাবি করে `ডলার, নামে এক ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করে বক্তব্য দেন সোহেল। আদালত সূত্রে জানা যায়, বেলা ১১টার পর তাদের বিচারকের এজলাসে হাজির করা হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ রিহাব)

ফটিকছড়িতে দুর্ঘটনায় বাবা-ছেলে নিহত, বিআরটিসি বাসে আগুন

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে বিআরটিসি বাস, সিএনজিচালিত অটোরিকশা এবং মোটরসাইকেলের ত্রিমুখী সংঘর্ষে বাবা-ছেলে নিহত হয়েছেন। তারা দু-জনই মোটরসাইকেল আরোহী ছিলেন। সোমবার (১ জুন) সকালে চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কের পাইন্দং আমতল এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। এসময় স্থানীয় বিক্ষুব্ধ জনতা দুর্ঘটনা কবলিত বিআরটিসি বাসে আগুন দেয়। নিহতরা হলেন- মুহাম্মদ শাহজাহান (৪৮) ও তার ছেলে মুহাম্মদ আরিফ (১৮)। তারা উপজেলার উত্তর পাইন্দং এলাকার বাসিন্দা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বিআরটিসির বাসটি চট্টগ্রাম শহরের দিকে যাচ্ছিল। দ্রুতগতির বাসটি পাইন্দংয়ের আমতল এলাকা অতিক্রমের সময় মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এ সময় ঘটনাস্থলেই মোটরসাইকেল আরোহী বাবা-ছেলের মৃত্যু হয়। একই সময়ে একটি অটোরিকশার সঙ্গেও সংঘর্ষ হয় বাসটির। এতে অটোরিকশাটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা বিআরটিসি বাসটি আটক করে এতে আগুন দেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ রিহাব)

প্রথম কর্মদিবসে সচিবালয়ে ঈদের আমেজ, উপস্থিতি কম

পবিত্র ঈদুল আজহার টানা সাতদিনের ছুটি শেষে সোমবার (১ জুন) খুলেছে সরকারি অফিস। তবে প্রথম কর্মদিবসে বাংলাদেশ সচিবালয়ে পুরোপুরি কর্মচাঞ্চল্য ফেরেনি। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের অনেক কক্ষেই কর্মকর্তা-কর্মচারীর উপস্থিতি ছিল কম। অন্যদিকে, দীর্ঘ ছুটির পর সহকর্মীদের সঙ্গে দেখা হওয়ায় ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় ও কোলাকুলিতে ব্যস্ত সময় কাটাতে দেখা গেছে অনেককে। সচিবালয়ের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন ভবন ঘুরে দেখা যায়, অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী এখনো ছুটিতে রয়েছেন। ফলে বেশ কিছু কক্ষে নির্ধারিত সংখ্যার তুলনায় উপস্থিতি ছিল অনেক কম। কোনো কোনো কক্ষ ছিল একেবারেই ফাঁকা।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ রিহাব)

সৌদি আরবে আরও ৪ বাংলাদেশি হাজির মৃত্যু

সৌদি আরবে আরও চারজন বাংলাদেশি হাজির মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে সৌদি আরবে হজ করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত ৪১ জন হাজি মৃত্যুবরণ করেছেন। অন্যদিকে, রোববার (৩১ জুন) দিবাগত রাত ৩টা পর্যন্ত ২৮টি ফিরতি ফ্লাইটে মোট ১১ হাজার ৬১৩ জন হাজি বাংলাদেশে পৌঁছেছেন। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের হজ পোর্টালে আইটি হেল্প ডেস্কের প্রতিদিনের বুলেটিন থেকে এ তথ্য জানা গেছে। গত ২৬ মে সৌদি আরবে হজ অনুষ্ঠিত হয়। বুলেটিন অনুযায়ী, সৌদি আরবে মৃত্যুবরণ করা বাংলাদেশি হাজিদের মধ্যে ২৭ জন পুরুষ ও ১৪ জন নারী। মৃতদের মধ্যে মক্কায় ৩০ জন এবং মদিনায় ১১ জনের মারা গেছেন। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ রিহাব)

আজ থেকে নতুন দামে বিক্রি হবে পেট্রোল-অকটেন, ডিজেল আগের দামেই

জ্বালানি তেলের দাম বাড়িয়ে রোববার (৩১ মে) রাতে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। ডিজেল ছাড়া অকটেন, পেট্রোল ও কেরোসিনের দাম লিটারে বেড়েছে পাঁচ টাকা। ভোক্তা পর্যায়ে অকটেনের দাম ১৪০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪৫ টাকা, পেট্রোলের দাম ১৩৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৪০ টাকা এবং কেরোসিন ১৩০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৩৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে, প্রতি লিটার ডিজেলের দাম আগের মতোই ১১৫ টাকা রাখা

হয়েছে। বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশে ভোক্তাপর্যায়ে এ বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানানো হয় প্রজ্ঞাপনে। এতে আরও বলা হয়, জ্বালানি তেলের নতুন দাম সোমবার (১ জুন) থেকে কার্যকর হবে। এর আগে, গত ১৯ এপ্রিল থেকে প্রতি লিটার ডিজেলে ১৫ টাকা, অকটেনে ২০ টাকা, পেট্রোলে ১৯ টাকা ও কেরোসিনের দাম ১৮ টাকা বাড়ানো হয়। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ রিহাব)

শপিংমল-দোকান আবারও সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে বন্ধের নির্দেশ

বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে দেশের সব শপিংম ল, মার্কেট ও দোকান আবারও সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে সরকার। সোমবার (১ জুন) বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করে দেশের সব সিটি করপোরেশনের মেয়র ও প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। আদেশে বলা হয় , এর আগে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের লক্ষ্যে শপিংমল, মার্কেট ও দোকান সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত খোলা রাখা এবং সব বিলবোর্ডের বাতি আবশ্যিকভাবে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে বন্ধ করা এবং দেশের বিভিন্ন প্রান্তে চলমান ও অনুষ্ঠেয় মেলা , বাণিজ্যমেলা এবং সাংস্কৃ তিক অনুষ্ঠান সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে বন্ধ করার নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। তবে পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষ্যে সেই সময়সীমা রাত ১০টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ রিহাব)

আমির হামজার পরিবারের ওপর হামলা, শ্যালক আহত

চুয়াডাঙ্গার জীবননগরে কুষ্টি য়া-৩ আসনের সংসদ সদস্য মুফতি আমির হামজার পরিবারের ওপর হামলার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় তার শ্যালক হাফেজ আবু বক্কর সিদ্দিক আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। সোমবার (১ জুন) সন্ধ্যায় উপজেলা হাসাদাহ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় , ঘটনার সময় এলাকায় উত্তেজনা সৃষ্টি হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। তবে হামলার কারণ ও বিস্তারিত বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো তথ্য জানাতে পারেনি তারা। আহত আবু বক্কর সিদ্দিক অভিযোগ করে বলেন , একটি ইজিবাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগাকে কেন্দ্র করে আমাদের ওপর অতর্কিত হামলা চালানো হয়ে ছে। জীবননগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সোলাইমান শেখ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান , এমপি আমির হামজার ওপর কোনো হামলার ঘটনা ঘটেনি। তার শ্যালকের সঙ্গে ইজিবাইকের ধাক্কা লাগাকে কেন্দ্র করে স্থানীয়দের তর্কবিতর্ক হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে এবং বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা হচ্ছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ রিহাব)

শুধু রামিসা নয়, প্রতিটি মেয়ের পরিবারের হয়ে আমি লড়বো: জামায়াত আমির

অতি দ্রুত রাজধানীর পল্লবীতে ধর্ষণ ও হত্যার শিকার শিশু রামিসার হত্যাকারীদের বিচারের দাবি জানিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধীদলীয় নেতা ডা . শফিকুর রহমান। তিনি বলেন , আগামী ৭ জুন বাজেট অধিবেশন শুরু হবে। ওইদিনই শুধু রামিসার জন্য নয়, এ দেশের প্রতিটি মেয়ের বাবা, দাদা ও নানা হয়ে আমি দাঁড়াবো, ইনশাল্লাহ। লড়াই চলবে , এ লড়াইয়ে মানবতার বিজয় হবে। সোমবার (১ জুন) জাতীয় হৃদ্‌রোগ ইনস্টিটিউটে চিকিৎসাধীন রামিসার বাবা -মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন জামায়াত আমির। পরে বাইরে এসে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এ কথা বলেন তিনি। শফিকুর রহমান বলেন , "প্রধানমন্ত্রী রামিসার বাসায় গিয়ে আশ্বস্ত করেছেন, ১৫ দিনের মধ্যে বিচার সম্পন্ন করবেন। আমরা দে খতে চাই, প্রধানমন্ত্রীর কমপক্ষে এ ওয়াদাটা শতভাগ বাস্তবায়ন হয়েছে। এটি যদি বাস্তবায়ন হয়, সারা দেশের ১৮ কোটি মানুষ খুশি হবে, উনার জন্য দোয়া করবে। আমরা উনার জন্য দোয়া করতে চাই, দেখতে চাই, ১৫ দিনে এ বিচার সম্পন্ন হবে।"
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ রিহাব)

এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বাড়লো

চলতি বছরের এইচএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় আরও বাড়ানো হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী , ১৫ জুন থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা বিলম্ব ফি-সহ ফরম পূরণ করতে পারবেন। সোমবার (১ জুন) ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক জেসমিন তাসলিমা বানুর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষার বিলম্ব ফি -সহ ফরম পূরণের সময় আগামী ১৫ জুন থেকে ১৬ জুন পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। একইসঙ্গে `সোনালী সেবার, মাধ্যমে ফি পরিশোধের সর্বশেষ তা রিখও ১৬ জুন নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্ধিত এ সময়ের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণের কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ রিহাব)

ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে মে মাসে রেমিট্যান্সে বড়ো উল্লম্ফন

পবিত্র ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে রেমিট্যান্স প্রবাহে বড়ো ধরনের উল্লম্ফন দেখা গেছে। সদ্য বিদায়ি মে মাসে ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে দেশে এসেছে প্রায় ৩ দশমিক ৪২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রবাসী আয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, এ সময়ে মোট রেমিট্যান্স এসেছে ৩৪২ কোটি ৫০ লাখ ৩০ হাজার ডলার, যা গত বছরের একই সময়ের

তুলনায় ১৫ দশমিক ৩৪ শতাংশ বেশি। বাংলাদেশি মুদ্রায় এর পরিমাণ প্রায় ৪১ হাজার ৭৪৫ কোটি টাকা। রোববার (৩১ মে) প্রকাশিত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হালনাগাদ তথ্যে দেখা যায় , ২০২৫ সালের মে মাসে দেশে রেমিট্যান্স এসেছিল প্রায় ২৯৬ কোটি ৯৪ লাখ ৬০ হাজার ডলার। সে তুলনায় চলতি বছরে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। সবশেষ ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে ২৪ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত দেশে এসেছে ৪৪ কোটি ৮৯ লাখ ৭০ হাজার ডলারের রেমিট্যান্স। এদিকে, চলতি ২০২৫-২৬ অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ৩১ মে পর্যন্ত মোট রেমিট্যান্স দাঁড়িয়েছে ৩ হাজার ২৭৫ কোটি ৬৭ লাখ ৮০ হাজার ডলারে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে এ পরিমাণ ছিল ২ হাজার ৭৫০ কোটি ৬৮ লাখ ৬০ হাজার ডলার। অর্থাৎ, চলতি অর্থবছরে এখন পর্যন্ত রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৯ দশমিক শূন্য ৯ শতাংশ। (জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ রিহাব)

দীপেন দেওয়ানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি

পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী দীপেন দেওয়ানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেছেন রাষ্ট্রপতি মো . সাহাবুদ্দিন। সোমবার (১ জুন) এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। এরপর তা গেজেটে প্র কাশিত হয়। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী দীপেন দেওয়ানের পদত্যাগপত্র মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। এ পদত্যাগ অবিলম্বে কার্যকর হবে। সোমবার ঈদুল আজহার পর প্রথম কর্মদিবসে অফিসে এসে পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন। পদত্যাগপত্রে দীপেন দেওয়ান লিখেছেন , আমি দীপেন দেওয়ান , এমপি, পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছি। দায়িত্ব নেওয়ার পর হতে আমি শারীরিক নানা জটিলতায় ভুগছি। আমা র শারীরিক অসুস্থতার কারণে মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কাজের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যা তৈরি হচ্ছে। বর্তমান সরকারের উন্নয়ন ও প্রশাসনিক কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধির স্বার্থে আমার বর্তমান পদ থেকে অব্যাহতি গ্রহণ করা আবশ্যক বলে মনে করছি। অতএব, উপর্যুক্ত কারণে আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণের জন্য বিনীত অনুরোধ করছি।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ রিহাব)

ডগ স্কোয়াড নিয়ে জেনেভা ক্যাম্পে র্যাব-পুলিশ-ডিএনসির অভিযান

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পে যৌথ অভিযানে নেমেছে র্যা ব, পুলিশ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর (ডিএনসি)। অভিযানে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) কে-৯ ডগ স্কোয়াডও রয়েছে। সোমবার (১ জুন) বিকেলে এ অভিযান শুরু হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ডিএমপির অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) এস এন মো. নজরুল ইসলাম। তিনি জানান, মাদকবিরোধী অভিযানের অংশ হিসেবে জেনেভা ক্যাম্পে র্যা ব, পুলিশ ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সমন্বয়ে একটি অভিযান শুরু হয়েছে। আমাদের অভিযান চলমান।
(জাগো নিউজ ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ রিহাব)

রেডিও টুডে

মরণোত্তর জাতিসংঘ পদক পাচ্ছেন ৬ বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী

আবেইতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় প্রাণ হারানো ছয় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীকে মরণোত্তর `ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদক, প্রদান করা হবে। আগামী ৫ জুন নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদর দপ্তরে এ পদক দেওয়া হবে। জাতিসংঘের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় , জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস এই পদক দেবেন। পদকপ্রাপ্ত বাংলাদেশি ছয় শান্তিরক্ষী হলেন - মো. জাহাঙ্গীর আলম, মো. সবুজ মিয়া, মো. মাসুদ রানা, মো. মোমিনুল ইসলাম, শামীম রেজা ও সান্ত মন্ডল । ২০২৫ সালের ১৩ ডিসেম্বর আবেইতে জাতিসংঘের অন্তর্বর্তী নিরাপত্তা বাহিনীতে দায়িত্ব পালনকালে এক ড্রোন হামলায় তারা নিহত হন। অনুষ্ঠানে ১৯৪৮ সাল থেকে দায়িত্ব পালনকালে প্রাণ হারানো প্রায় সাড়ে ৪ হাজার শান্তিরক্ষীর স্মরণে পুষ্পস্তবক অর্পণ করবেন জাতিসংঘ মহাসচিব। এছাড়া গত বছর নিহত ৫৯ জনসহ মোট ৬৮ জন সামরিক, পুলিশ ও বেসামরিক শান্তিরক্ষীকে মরণোত্তর `ড্যাগ হ্যামারশোল্ড পদক, প্রদান করা হবে। বর্তমানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে সামরিক ও পুলিশ সদস্য প্রেরণে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম দেশ বাংলাদেশ। আবেই , মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, সাইপ্রাস, গণতান্ত্রিক কঙ্গো প্রজাতন্ত্র, লেবানন, লিবিয়া, দক্ষিণ সুদান ও পশ্চিম সাহারায় পরিচালিত মিশনগুলোতে ২৭৭ জন নারীসহ ৪ হাজারেরও বেশি বাংলাদেশি সদস্য কর্মরত আছেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ আসাদ)

ঈদের ছুটিতে হামে ৫৭ শিশুর মৃত্যু

ঈদুল আজহার টানা সাত দিনের ছুটিতে দেশে হামের সংক্রমণ ও মৃত্যু উদ্‌বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ সময়ে হামের উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছে সাত হাজার ১২৭ জন। আক্রান্ত শিশুদের সঙ্গে হাসপাতালে ঈদ কাটাতে হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার পরিবারকে। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত হামবিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ বলছে , এই সময় মারা গেছে ৫৭ শিশু। গত ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নি য়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। একই সময়ে এক

হাজার ৩২৪ জন চিকিৎসা নিয়েছে, ৭৯১ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে এবং ৫৩ জনের শরীরে নিশ্চিতভাবে হাম শনাক্ত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন , দেশে এখনও হামের সংক্রমণ উচ্চমাত্রায় রয়েছে এবং মৃত্যুর হারও আশঙ্কাজনক। চলতি বছরের জানুয়া রি থেকে দেশে হামের প্রকোপ বাড়তে শুরু করে। গত ১৫ মার্চ থেকে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে পরিস্থিতির তথ্য প্রকাশ করছে। অধিদপ্তরের হিসাবে , এ পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসা নিয়েছে ৭০ হাজার ৯৩৬ জন। তাদের মধ্যে ৫৬ হাজার ৮৮৬ জনকে হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছে। নিশ্চিত হাম শনাক্ত হয়েছে ৯ হাজার ৪৯ জনের। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ আসাদ)

এবার হজে গিয়ে এখন পর্যন্ত ৪১ বাংলাদেশির মৃত্যু

সৌদি আরবে পবিত্র হজ পালনে গিয়ে আরও দুই বাংলাদেশি হাজির মৃত্যু হয়েছে। রোববার তা রা মারা যান। ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হজ ব্যবস্থাপনা পো র্টাল থেকে এ তথ্য জানা যায়। পোর্টালের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী , চলতি বছর পবিত্র হজ পালনে গিয়ে এখন পর্যন্ত ৪১ জন বাংলাদেশির মৃত্যু হয়েছে। সর্বশেষ গতকাল যে দুই বাংলাদেশি মারা গেছেন , তারা হলেন - মো. আবদুল মজিদ ও মো . শাহজাহান আলী। আবদুল মজিদের বাড়ি নওগাঁ। তিনি মদিনায় মারা গেছেন। শাহজাহান আলীর বাড়ি ঢাকার খিলগাঁও। তিনি মক্কায় মারা গেছেন। সৌদি আরবে যে ৪১ বাংলাদেশি হজযাত্রী মারা গেছেন, তাদের মধ্যে পুরুষ ২৭ জন, নারী ১৪ জন। ৩০ জন মারা গেছেন মক্কায়। মদিনায় মারা গেছেন ১১ জন। পবিত্র হজ পালন শেষে সৌদি আরব থেকে এখন দেশে ফিরছে ন হাজিরা। গতকালের তথ্য অনুযায়ী, পবিত্র হজ পালন শেষে সৌদি আরব থেকে এখন পর্যন্ত ১১ হাজার ৬১৩ জন হাজি দেশে ফিরেছেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ আসাদ)

চাকরি দেওয়ার নামে অর্থ আদায়, সতর্ক করল এনবিআর

আয়কর বিভাগে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ আদায়ের অপচেষ্টা চালাচ্ছে একটি প্রতারক চক্র, এমন তথ্য পাওয়ার কথা জানিয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর। এ বিষয়ে চাকরিপ্রার্থী ও অভিভাবকদের সতর্ক থাকতে আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি। সোমবার এনবিআরের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় , সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী , জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলছে। এ সুযোগে দেশের বিভিন্ন এলাকায় কিছু প্রতারক চক্র আয়কর বিভাগে চাকরি দেওয়ার নামে অভিনব কৌশলে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সরকারের নির্দেশনা অনুসারে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের শূন্য পদে জনবল নিয়োগপ্রক্রিয়া চলছে। দেশে র বিভিন্ন স্থানে কতিপয় প্রতারক চক্র আয়কর বিভাগে চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে অভিনব কৌশলে প্রতারণা -বাণিজ্য করার অপচেষ্টা করছে মর্মে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড অবহিত হয়েছে। যারা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিজ যোগ্যতায় চাকরি পাবেন , তাদের অর্থের বিনিময়ে চাকরি দেওয়া হয়েছে মর্মে মিথ্যাচারের মাধ্যমে প্রতারিত করা এ চক্রের মূল উদ্দেশ্য। যে -সব প্রার্থী নিজ অযোগ্যতার কারণে চাকরি পাবেন না , তাদের কারও কারও অর্থ প্রতারক চক্রটি ফেরত দিতে পারে , কিন্তু যারা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় নিজ যোগ্যতায় চাকরি পাবেন , তাদের কাছ থেকে প্রতারণা র মাধ্যমে নেওয়া অর্থ তারা হাতিয়ে নেবে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, জনসচেতনার উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এই মর্মে সবাইকে আশ্বস্ত করছে যে , আয়কর বিভাগের চলমান নিয়োগপ্রক্রিয়ায় সম্পূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতপূর্বক যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ , পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও আয়কর বিভাগের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি কর্তৃক যোগ্য প্রার্থীরা নির্বাচিত হবেন। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ আসাদ)

এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ে জরুরি নির্দেশনা

চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষা কেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন নিয়ে জরুরি নির্দে শনা দিয়েছে ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড। নির্দেশনা অনুযায়ী সিসিটিভি এবং ট্রেজারির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর বোর্ডে পাঠাতে হবে। সোমবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরী ক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর জেসমিন তাসলিমা বানু স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেওয়া হয়। নির্দেশনায় বোর্ড জানিয়েছে, এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৬ সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিবেশে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে পরীক্ষা কেন্দ্রসমূহের সিসিটিভির DVR/NVR-এর সঙ্গে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সংযোগ চালু রাখা এবং ট্রেজারি /থানা থেকে প্রশ্নপত্র গ্রহণের সঙ্গে সম্পৃক্ত ব্যক্তিবর্গের তথ্যসমূহ জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজন। এ কারণে নিম্নেবর্ণিত তথ্যসমূহ আগামী ৮ জুনের মধ্যে controller@dhakaeducationboard.gov.bd মেইলে প্রেরণ করতে হবে। নির্দেশনায় আরো ব লা হয়, `সিসিটিভি ক্যামেরার আইডি ও পাসওয়ার্ড (ক্যামেরা ব্র্যা ন্ড, ডিভাইস সিরিয়াল নাম্বারসহ) যে-সব শিক্ষক, কর্মচারী এবং ট্যাগ অফিসার ট্রেজারি /থানা থেকে প্রশ্নপত্র গ্রহণ করবে তাদের নাম , ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর পাঠাতে হবে। বিষয়টি অতীব জরুরি বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ আসাদ)

লিবিয়া থেকে ফিরলেন আরো ১৭৪ বাংলাদেশি

আফ্রিকার দেশ লিবিয়ার রাজধানী ত্রিপলীর তাজুরা ডিটেনশন সেন্টার (আটক শিবির) থেকে ১৭৪ জন বাংলাদেশি দেশে ফিরেছেন। বাংলাদেশ দূতাবাস , লিবিয়ার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় দেশে ফিরছেন তারা। এর মধ্যে ১৪ জন শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। আজ সোমবার সকালে বুরাক এয়ারের একটি ফ্লাইটে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তারা। এর আগে , রবিবার লিবিয়ার বাংলাদেশ দূতাবাস এক ফেসবুক পোস্টে তাদের ফেরার কথা জানায়। প্রত্যা বাসনকালে রাষ্ট্রদূত অভিবাসীদের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় অভিবাসীরা লিবিয়ায় মানবপাচারের শিকার হওয়ার করুণ অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। এ সময় রাষ্ট্রদূত প্রত্যাবাসীদের দেশে ফিরে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে তিনি তাদের নিজ নিজ এলাকায় লিবিয়ায় তাদের দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন, মানবপাচারের শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা এবং অনিয়মিত অভিবাসনের ভয়াবহ পরিণতির কথা সকলের কাছে তুলে ধরার অনুরোধ জানান, যাতে অন্য কেউ এ ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ পথে বিদেশ গমনে উৎসাহিত না হয়। এর আগে , চলতি মাসে আরো তিনটি ফ্লাইটে গানফুদা ও তাজুরা ডিটেনশন সেন্টার থেকে ৫১৪ জনকে দেশে প্রত্যাবাসনে কাজ করছে দূতাবাস। মানবপাচারের শিকার এসব অভিবাসীরা বলছেন , এয়ারপোর্ট কন্ট্রাক্ট ও ওমরা হ ভিসায় ইউরোপ যাত্রার বিষয়টি বন্ধ করা না গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন এমন আরো অনেকে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ আসাদ)

সীমান্তে ১১০ জনকে `পুশ-ইনের, চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল বিজিবি

যশোরের শার্শা উপজেলার বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে শতাধিক মানুষকে `পুশ-ইন, করার একটি চেষ্টা বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবির কঠোর অবস্থানে ব্যর্থ হয়েছে। ভা রতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ -এর এই তৎপরতা রুখে দেওয়ার পর বর্তমানে সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারি ও সতর্কতা জারি করেছে বিজিবি। সোমবার সীমান্ত সূত্র জানায়, বর্তমানে ১০ থেকে ১২ জন সাদিপুর সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার পাশে অবস্থান করছেন। তাদেরকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানো চেষ্টা করা হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সীমান্ত এলাকায় বিজিবি সোচ্চার রয়েছে। যশোর-৪৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান বলেন , বিএসএফকে আনুষ্ঠানিকভাবে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় , দ্রুত সময়ের মধ্যে ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। বিজিবি সূত্রে জানা যায়, গত বৃহস্পতিবার রাতে সীমান্তের সাদিপুর গ্রামের বোম্বে তলা এলাকার শূন্যরেখায় কাঁটাতারের বেড়ার কাছে ১০০-১১০ জন কথিত বাংলাদেশিকে জড়ো করা হয়। তাদের বাংলাদেশের ভেতরে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করে বিএসএফ। তখন সীমান্তের আলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। যে এলাকায় ওই ১১০ জনকে জড়ো করা হয়, সেখানে বেনাপোলের ১৯/৬-এস সীমান্ত পিলারের বিপরীতে ভারতের ৬৭-বিএসএফ ব্যাটালিয়নের জয়ন্তীপুর ক্যাম্পের অবস্থান। বিজিবি কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম মোহাম্মদ সাইফুল আলম খান জানান , বিএসএফ রাতে সীমান্তের আলো বন্ধ করে দিয়ে ১০০-১১০ জনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর চেষ্টা করে। বিজিবির কঠোর অবস্থান ও তাৎক্ষণিক তৎপরতায় `পুশ-ইন, সম্ভব হয়নি। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ আসাদ)

তোফায়েল আহমেদের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত

রাজধানীর ধানমন্ডিতে তাকওয়া মসজিদে বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ তোফায়েল আহমেদের প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বাদ মাগরিব এ জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। জানা যায় , ধানমন্ডিতে জানাজা শেষে মরদেহ রাখা হবে স্কয়ার হাসপাতালের হিমঘরে। এরপর মঙ্গলবার হেলিকপ্টার বা মরদেহবাহী ফ্রিজিং ভ্যানে ভোলায় নেওয়া হবে। সেখানে ভোলার দক্ষিণ গঙ্গাপুর এলাকার কোরালি য়া গ্রামে মায়ের কবরের পাশে দাফন করা হবে। এর আগে , দ্বিতীয় নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে ভোলা সরকারি হাইস্কুল মাঠে। রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার বিকেল সাড়ে ৩টায় মারা যান ঊনসত্তরের গণ -অভ্যুত্থান ও মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম এই সংগঠক। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮২ বছর। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৫ আসাদ)

মেজরকে চেইঞ্জ করেছি, ওসিকে চেয়ার থেকে সরিয়েছি: এমপি মাসুদ

দুই ঘণ্টার মধ্যে সেনাবাহিনীর মেজর এবং থানার ওসিকে সরিয়ে দিয়েছেন বলে দাবি করেছেন পটুয়াখালী -২ আসনে জামায়াতের সংসদ সদস্য শফিকুল ই সলাম মাসুদ। তিনি বলেন , "দুই ঘণ্টার মধ্যে সেনাবাহিনীর মেজরকে চেইঞ্জ করেছি এখান থেকে, দুই ঘণ্টার মধ্যে ওসিকে চেয়ার থেকে সরিয়েছি।„ গত শনিবার দুপুরে বাউফল উপজেলার সূর্যমণি ইউনিয়ন পরিষদের সামনে ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি। তার ওই বক্তব্যের ভিডিও ছড়ি য়ে পড়েছে সামাজিকমাধ্যমে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি মাসুদ বলেন , 'অনেকে বলে, ভোটে এমপি হইছেন। আমি বলি, খালি ভোটে এমপি হই নাই , পাওয়ারেও এমপি হইছি। পাওয়ার দেখাইতে আসবেন না। পাওয়ার দেখাইবে পাঁচ লক্ষ মানুষ।' এসময় তিনি আরও বলেন , `শফিকুল ইসলাম মাসুদ কী জিনিস, এইটা বাউফলের মানুষকে দেখানোর দরকার নাই। শেখ হাসিনার কাছে জিজ্ঞেস কইরা জাইনা নিয়েন। , নিজের রাজনৈতিক অতীত ও সাংগঠনিক কর্ম

প্রসঙ্গে তিনি বলেন, `রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে জাইনেন , ওখানকার সবচেয়ে বড়ো সন্ত্রাসীর কাছে জিজ্ঞেস কইরেন, শফিকুল ইসলাম মাসুদ কী জিনিস। উল্টাপাল্টা কথা বইলা মটকা গরম করবেন না। মটকা বোঝেন ? মটকা গরম করবেন না , সামলাইতে পারবেন না। , বক্তব্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন , `শেখ হাসিনা উন্নয়ন তো কম করে নাই ; সেতু, সড়কসহ নানা উন্নয়ন ... তারপরও পালাতে হয়েছে কেন ? উন্নয়ন করে যদি কেউ টিকে থাকতে পারত , তাহলে বাংলাদেশে একমাত্র শেখ হাসিনার টিকে থাকার কথা। কিন্তু পারে নাই কেন ? রাস্তা দিছে, ঘাট দিছে, সেতু দিছে- এইটা করছে, ওইটা করছে, কিন্তু মানুষের মনে কোনো আনন্দ ছিল না। মানুষের অধিকার ছিল না।,
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৫ আসাদ)

সাপের কামড়ে প্রাণ গেল জামায়াত নেতার

চুয়াডাঙ্গায় ঘুমন্ত অবস্থায় সাপের কামড়ে শাফায়াত উল্লাহ (৪০) নামে এক জামায়াত নেতার মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে সদর উপজেলার বেগমপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। মৃত শাফায়াত উল্লা হ যদুপুর গ্রামের কুমিল্লাপাড়ার শফিকুল ইসলামের ছেলে। তিনি বহুলাপাড়া জামে মসজিদের পেশ ইমাম এবং বেগমপুর ইউনিয়ন জামায়াতের ওলামা বিভাগের সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন। জানা গেছে , রোববার দিবাগত রাতে নিজ বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলেন শাফায়াত উল্লাহ। রাত ১টার দিকে ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে একটি সাপ কামড় দেয়। পরে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভোরে তার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শাফায়াত উল্লাহ এলাকায় একজন ধর্ম প্রাণ, সজ্জন ও সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার , আত্মীয়-স্বজন, স্থানীয় মুসল্লি ও রাজনৈতিক অঙ্গনে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বেগমপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির মোশাররফ হোসেন তার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করে বলে ন, শাফায়াত উল্লাহ ইউনিয়ন জামায়াতের ওলামা বিভাগের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। তার মৃত্যুতে এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
(রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৫ আসাদ)

আসিফ মাহমুদ ও হাসনাত আবদুল্লাহ `চিটার-বাটপাড় ও অমানুষ, : ফজলুর রহমান

জাতীয় নাগরিক পা র্টির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র ও সাবেক উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভুঁইয়া এবং দলটির দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক ও জাতীয় সংসদ সদস্য হাসনাত আবদুল্লাহর বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা চাঁদা দাবি ও অর্থ পাচারের এক গুরুতর বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন বিএনপির প্রভাবশালী নেতা ও বীর মুক্তি যোদ্ধা ফজলুর রহমান। সোমবার সকালে কিশোরগঞ্জের হাওরাঞ্চল অষ্টগ্রামে আয়োজিত এক জনাকীর্ণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য দিতে গিয়ে তিনি এই দুই তরুণ নেতার তীব্র সমালোচনা করেন এবং তাদের `চিটার-বাটপাড় ও অমানুষ , হিসেবে অভিহিত করেন। বিএনপির এই প্রবীণ নেতার এমন আক্রমণাত্মক ও চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক বক্তব্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক বিশাল তোলপাড়ের সৃষ্টি করেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হাজারো জনতার উদ্দেশ্যে বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমান গত ৫ আগস্টের গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ের কিছু কথিত ঘটনার বিবরণ দিয়ে বলেন, `দেশ স্বাধীনের পর ৫ আগস্টের পর দু-জন লোক লাইমলাইটে আসে, যাদের একজন অন্তর্বর্তী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা ছিলেন। তিনি সরাসরি কুমিল্লার জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয়ে গিয়ে ধমকের সুরে বলেছেন , আমাকে অনতিবিলম্বে ১৫ কোটি টাকা দাও, রাজস্ব ভাণ্ডারের টাকা না দিয়ে তোমার কোনো উপায় নাই। আর অন্যজনের নাম হাসনাত আব্দুল্লাহ, যিনি এখন ক্ষমতার জোরে এমপি হয়েছেন। তিনি নিজে গিয়ে ডিসিকে বলেছেন , আমার ব্যক্তিগত ফান্ডে ১০ কোটি টাকা দিয়ে দাও।, উপস্থিত জনতার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি চরম ক্ষোভের সাথে বলেন , "এরা আসলে চরম অমানুষ, চিটার ও বাটপাড়। এদের মতো ভণ্ড মানুষ ও তরুণ নেতৃত্বকে ধ্বংস বা সোজা করার মতো কোনো আধুনিক মেশিন এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে আবিষ্কার হয়নি। „ বক্তব্যের এক পর্যায়ে ড . মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের তীব্র সমালোচনা করে ফজলুর রহমান দাবি ক রেন, ওই সরকার সুপরিকল্পিতভাবে দেশের চারটি জেনারেশন বা প্রজন্মকে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছে। তিনি বলেন , যাদের এখনো ৩০ বছর বয়স পার হয়নি, এমন অনভিজ্ঞ তরুণরা উপদেষ্টা হয়ে ক্ষমতার অপব্যবহার করে দেশ -বিদেশে শত শত কোটি টাকা অবৈধভাবে পাচার করেছে। (রেডিও টুডে ওয়েব পেজ:০১.০৬.২০২৬ আসাদ)

BBC

US SAYS IT STRUCK IRANIAN RADAR SITES AS KUWAIT REPORTS MISSILE AND DRONE ATTACKS

The US has said it struck Iranian military sites over the weekend while Tehran said it responded by targeting an American base, marking the third known escalations in a week around the Strait of Hormuz. US Central Command (Centcom) said it launched "self-defence

strikes" in response to "aggressive Iranian actions", which it said included a US drone being shot down over international waters. Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) said it had targeted an air base used by US forces for an attack on southern Iran. Meanwhile Kuwait said its air defence system had confronted "hostile" missiles and drones - with its foreign ministry later condemning "heinous and repeated Iranian attacks".
(BBC News Web Page: 01/06/26, FARUK)

IRAN ATTACKS DAMAGE 20 US MILITARY SITES SINCE START OF WAR, SATELLITE IMAGES SHOW

Iran has damaged 20 US military sites since the start of the war, satellite images and videos analysed by BBC Verify show, suggesting the attacks are more extensive than publicly acknowledged. Iran has targeted key facilities across eight countries in the Middle East since the end of February, causing millions of dollars of damage to state-of the-art air defence systems, refuelling aircraft and radars. Tehran has targeted both US bases and shared military facilities in retaliation to the US-Israeli strikes across Iran and Lebanon over the past three months. The Pentagon says it has hit more than 13,000 targets in Iran since the start of Operation Epic Fury. Mojtaba Khamenei, Iran's supreme leader, has sought to highlight his military's success in striking US facilities. In a statement on Tuesday he claimed the Middle East was no longer a "safe place" for American bases.
(BBC News Web Page: 01/06/26, FARUK)

ISRAELI PM ORDERS STRIKES ON BEIRUT SUBURBS AS HEZBOLLAH CONFLICT ESCALATES

Israel's prime minister has ordered attacks on the southern suburbs of Lebanon's capital, Beirut, as the conflict with the Iran-backed armed group Hezbollah continues to escalate. Benjamin Netanyahu said "terrorist targets" in the Hezbollah stronghold of Dahieh would be struck in response to attacks on Israeli civilians and other violations of a US-brokered ceasefire announced in April that has failed to end the fighting. A senior Lebanese government official told the BBC that it was relying on US mediation efforts to pressure Israel to end its own violations and prevent further civilian casualties. On Sunday, US Secretary of State Marco Rubio spoke to Netanyahu and Lebanese President Joseph Aoun. According to a US official, he proposed that, as a first step, Lebanese officials should pressure Hezbollah to stop its attacks on Israel and that, in return, Israel would refrain from escalation in Beirut.
(BBC News Web Page: 01/06/26, FARUK)

HUGE BLAST KILLS DOZENS IN REBEL-HELD VILLAGE IN MYANMAR

At least 46 people have been killed and dozens more wounded after an explosion in a village in a region of Myanmar under insurgent control, rescue teams have told the BBC. A rescue worker in Kaung Tat, a village in Namkham Township in Shan State, near the Chinese border, said six children including a one-year-old toddler were among the dead. The blast is said to have damaged around 200 homes in Kaung Tat and another 100 in the nearby Pan Lone village. The Ta'ang National Liberation Army (TNLA), which controls the area and has been fighting the military junta, said explosives kept in a warehouse for use in local mining operations had ignited, causing the blast. A source familiar with the situation on the ground previously told the BBC at least 55 people had died. The bodies of all 46 victims, including three Chinese nationals, were cremated on Sunday evening, with rescue operations expected to resume on Monday. Around 74 injured people were transferred to the nearby Namkham General Hospital for treatment, rescue teams added.
(BBC News Web Page: 01/06/26, FARUK)

FIVE PATIENTS RECOVER FROM EBOLA IN DR CONGO AND LEAVE HOSPITAL

Health authorities in the Democratic Republic of Congo are celebrating after five patients, who had Ebola and now recovered, were allowed to leave hospital. The current outbreak is suspected to have killed almost 250 people. But those infected can get better and officials stress that people should seek medical help if they believe they have contracted the virus. On Sunday, there was a ceremony for a group of four nurses who were discharged from a hospital in Bunia, the provincial capital of Ituri, the epicenter of the outbreak. Health workers are on the frontline in the battle against the spread of the virus and are often the most at risk.
(BBC News Web Page: 01/06/26, FARUK)

FRANCE SEIZED SANCTIONED RUSSIAN OIL TANKER WITH UK HELP: MACRON

France intercepted a sanctioned oil tanker suspected of being part of Russia's so-called shadow fleet on Sunday with UK support, French President Emmanuel Macron has said. Officers boarded the Tagor in the Atlantic, which maritime authorities said had been flying a false flag when it was detained around 400 nautical miles west of Brittany. A British helicopter provided support during the operation, the UK Ministry of Defence (MoD) told the BBC. "It is unacceptable for ships to circumvent international sanctions,violate the law of the sea, and fund the war that Russia has been waging against Ukraine," Macron wrote on X. The Kremlin said the "illegal" seizure was "bordering on international piracy". "Russia is taking measures to ensure the safety of its cargo," said spokesman Dmitry Peskov.
(BBC News Web Page: 01/06/26, FARUK)

UK WINS COURT CASE OVER COLLAPSED RWANDA ASYLUM DEAL

The UK will not have to pay Rwanda millions of pounds over the collapsed asylum agreement that was cancelled by Keir Starmer shortly after he took office, an international court has ruled. The Rwandan government had sought to sue the UK for more than £100m, saying it had breached the terms of the deal. Signed by the previous Conservative government, it was meant to see the UK pay Rwanda to host asylum seekers who had arrived illegally in the UK. Lawyers representing the UK during the three-day hearing in the Netherlands had argued that it was"entirely logical" the plan would be scrapped when Labour came to power and"simple common sense" that no further payments would be due. They also denied the UK breached parts of the deal. "Rwanda is not entitled to any of the forms of relief it seeks," they told the Hague's Permanent Court of Arbitration. Emmanuel Ugirashebuja, Rwanda's minister of justice and attorney general, previously told the court the country had incurred "significant costs" preparing for the partnership, but the UK "then sought to walk away from its legal obligations". (BBC News Web Page: 01/06/26, FARUK)

NIGERIA POLICE WARN AGAINST REPRISAL ATTACKS AGAINST SOUTH AFRICANS

Police in Nigeria have warned against reprisals targeting South African nationals or businesses following a wave of anti-migrant protests in South Africa. The police urged Nigerians not to take the law into their own hands, after "reported attacks on Nigerians in South Africa". No such attacks have been reported but the warning followed a meeting of security and intelligence chiefs. South African police have not confirmed any attacks on foreigners, although the government has condemned "criminal acts" directed at foreign nationals. Tensions have been rising in South Africa in recent weeks following demonstrations calling for tougher action against undocumented migrants. Several African countries have advised their citizens to remain vigilant, with Ghana recently evacuating hundreds of its nationals, citing safety concerns. (BBC News Web Page: 01/06/26, FARUK)

:: THE END ::